রাঁচি, শনিবার
22:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>278 >>05 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭৮ >> << ০৫ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

সোমালিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় পাঁচ জঙ্গি নিহত

তেহরান ঃ আফ্রিকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমান্ড জানিয়েছে, তারা সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলে বিমান হামলা চালায় যাতে আলশাবাবের পাঁচ জঙ্গি নিহত হয়েছে। এক বিবৃতিতে এএফআরকম বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ১৯ জুলাই গালকাড থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে হিরিরি কালের কাছে একটি প্রত্যন্ত এলাকায় সম্মিলিত আত্মরক্ষামূলকবিমান আক্রমণ চালানো হয়। আফ্রিকম জানিয়েছে, আলশাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইরত সোমালি জাতীয় সেনা বাহিনীর সমর্থনে এই হামলা চালানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে ঐ হামলা চালানো হয়। আফ্রিকম জানিয়েছে তারা বুধবারের অভিযানের ফলাফল মূল্যায়ন অব্যাহত রাখবে এবং উপযুক্ত সময়ে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করবে। সোমালি সরকার ২০০৬ সাল থেকে আলশাবাব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। প্রধান প্রধান শহর থেকে ঐ জঙ্গি সংগঠনটিকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তবে দলটি গ্রামাঞ্চলেরবিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে সোমালি সেনাবাহিনী তাদের নিজস্ব স্থানীয় যোদ্ধাদের সহায়তায় একটি সামরিক অভিযান শুরু করে। তারা জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছ থেকে সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশ দখল করে নেয়। তবে জঙ্গিরা পাল্টা হামলা চালিয়ে সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে সরকারি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করেছে। এদিকে, সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মোহাম্মাদের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হুসেইন শেখআলী এ সপ্তাহে ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্কে একটি সম্মেলনে সোমালি সরকার সোমালি সেনাবাহিনীর জন্য তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আশা করছে।

বাজার দর

SENSEX : 66684.26 -887.64
NIFTY : 19745.00 -234.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .35 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .14 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের সেনার সীমান্ত অতিক্রমের বিষয়ে উত্তর কোরিয়ার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ঃ যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে আমেরিকান যে সৈন্যে কোরিয়ার ভারি অস্ত্র সজ্জিত সামরিকীকৃত সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়া এখনও তার ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টায় সাড়া দেয়নি। সম্ভাব্য শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং সামরিক বাহিনী থেকে অব্যাহতির মুখোমুখি হবার জন্য তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সেনা সদস্য প্রাইভেট সেকেন্ড ক্লাস ট্র্যাভিস কিং মঙ্গলবার অজ্ঞাত কারণে দুই কোরিয়ার সীমান্তে সৈন্য মুক্ত এলাকায় বেসামরিক সফরে উত্তর কোরিয়ায় চলে যান। ২৩ বছর বয়সী কিং 'এর একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে একদিন পর যুক্তরাষ্ট্রে আসার কথা। গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার কারাগার থেকে হামলার দায়ে প্রায় দুই মাস কারাভোগের পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, পেন্টাগনের কর্মকর্তারা উত্তর কোরিয়ার পিপলস আর্মির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হননি। সুইডিশ কূটনৈতিক কর্মকর্তারা অতীতে উত্তর কোরিয়ার সাথে আমেরিকানদের কনস্যুলার পরিষেবা দিয়ে থাকতেন তবে কোভিড ¯১৯ মহামারীর শুরুতে পিয়ংইয়ং বিদেশীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর তারা সেখানে ফিরে যাননি বলে জানা গেছে।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পানমুনজমে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ কমান্ডের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তে একটি হটলাইন যা পিংক ফোন নামে পরিচিত তার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

তবে বর্তমানে উত্তর কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র বা দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে জানা মতে কার্যত কোনও সংলাপ হয় না।

যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া ১৯৫০¯৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধের সময় লড়াই করেছিল এবং যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে লড়াই থামলেও কার্যত এখনও যুদ্ধ চলছে কারণ তখন তাদের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয় নাই। এই দুই দেশের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

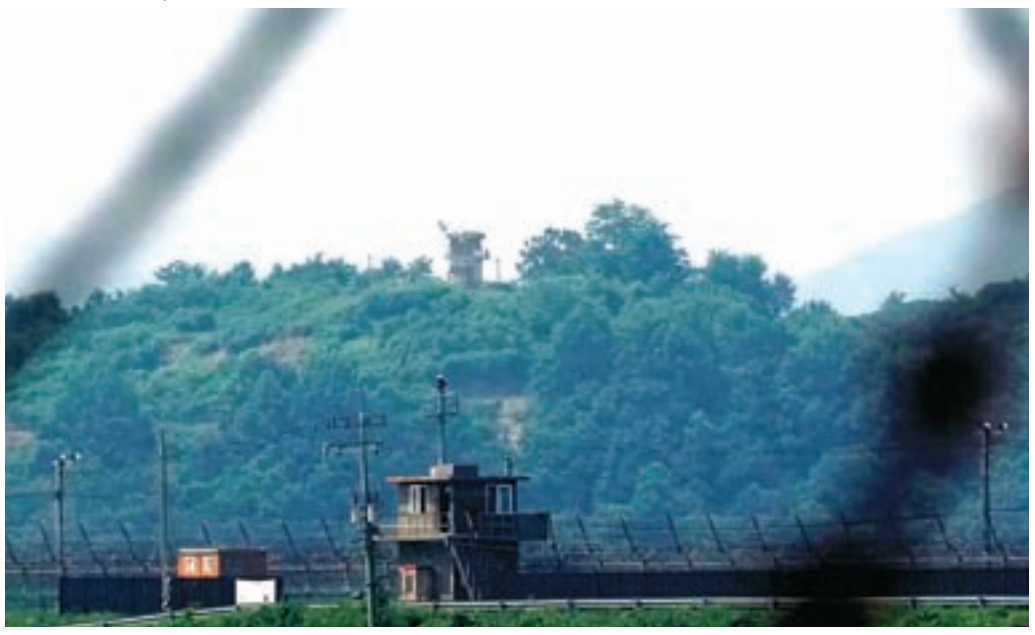

পরিস্থিতি সামলাতে অবশেষে জনজাতি দাঙ্গা বিধ্বস্ত মণিপুর নিয়ে দীর্ঘ নিরবতা ভাঙলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়া দিল্লি ঃ উত্তরপূর্ব ভারতের জনজাতি দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুরে দুই মাঝবয়সী মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় বুধবার রাত থেকে গোটা দেশ আন্দোলিত। শুধু নগ্ন করে ঘোরানো নয়, অভিযোগ তাঁদের গণধর্ষণ করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার ২০ জুলাই ভারতের সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে। তার আগে প্রধানমন্ত্রী সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, মণিপুরের ঘটনা যে কোনও সভ্য সমাজের জন্য লজ্জাজনক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, গণতন্ত্রের এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমার মন আজ রাগ ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রয়েছে। মণিপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তা সভ্য সমাজের জন্য লজ্জার। গোটা দেশের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

মণিপুরের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের উপর চাপ তৈরি করতে বিজেপি কৌশলে রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের উপর অত্যাচারের কথা তুলছে। এদিন প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যেও সেই রাজনীতির ছাপ ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ অনেকে মনে করছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মা বোনেদের রক্ষা করার জন্য আমি সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, নিজেদের রাজ্যে আইনব্যবস্থা আরও মজবুত করুন। তা সে রাজস্থান, ছত্তীসগড় হোক বা মণিপুর। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'রাজনীতির উপরে উঠে, যে কোনও রাজ্যে আগে নারীর সম্মান রক্ষা হোক। মণিপুরের মেয়েদের সঙ্গে যা হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য।'

ধর্মীয় বিদ্বেষ সহিংসতার জন্ম দিতে পারে, গুতেরেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত মুহিত

জেনেভা ঃ জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেছেন, বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মূল্যবোধকে অবমাননা করে কিছু দেশে প্রকাশ্যে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি বলেন, ধর্মীয় বিদ্বেষ সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।

শুক্রবার (২১ জুলাই) জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে তার কার্যালয়ে, ওআইসি গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সাক্ষাৎকালে এ মন্তব্য করেন মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মিশর, সৌদি আরব, মৌরিতানিয়া ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে, ওআইসির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ মহাসচিবকে বলেন, পবিত্র কোরআন পোড়ানোর এই ঘৃণ্য কাজটি শুধু বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিকেই গভীরভাবে আঘাত করেনি বরং এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং ব্যক্তি বিশ্বাসের নীতিরও পরিপন্থী। তিনি আরো বলেন যে, এই ধরনের ধর্মীয় বিদ্বেষ সহিংসতার জন্ম দিতে পারে এবং বিভিন্ন দেশে শান্তি ও নিরাপত্তাকে অস্থিতিশীল করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রদূত মুহিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, এরা ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ মহাসচিবকে ইসলাম ভীতি, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এবং পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীকএর অবমাননাসহ সব ধরনের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ওআইসি সদস্যদের সঙ্গে গভীর সংহতি প্রকাশ করেন এবং ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ওআইসি প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের ধর্মবিরোধী ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বিশ্বব্যাপী চলমান প্রচেষ্টাকে জোরালোভাবে সমর্থন করার জন্য, তিনি তার অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে রাষ্ট্রদূত মুহিতের নেতৃত্বে ওআইসির প্রতিনিধিগণ গত ১৪ জুলাই সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরোসি এবং ২০ জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত ডেম বারবারা উডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করেন। সেসব বৈঠকেও তারা একই ধরনের উদ্বেগ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

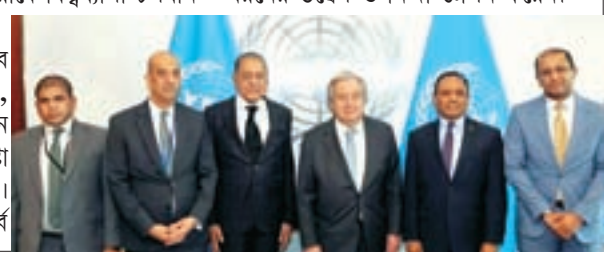

হত্যা

কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেনাদের দিকে বিস্ফোরক ও পাথর ছুঁড়ে মারে

ফিলিস্তিনি মন্ত্রক বলছে,ইসরাইলি বাহিনী পশ্চিম তীরে একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে

গাজা ঃ ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুসের গুরুত্বপূর্ণ একটি পবিত্র স্থানের কাছে বৃহস্পতিবার ভোরে ইসরাইলি বাহিনী একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীদের ওপর ফিলিস্তিনিদের একের পর এক আক্রমণ এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার পর পশ্চিম তীরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এএফপিকে বলেছেন, সেনাবাহিনী ইসরাইলিদের একটি দলকে নাবলুসের কাছে একটি পবিত্র স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেনাদের দিকে বিস্ফোরক ও পাথর ছুঁড়ে মারে।

ইসরাইলিরা জোসেফের সমাধির দিকে রওনা হয়েছিল। তাকে বাইবেলের পিতৃপুরুষ জোসেফের শেষ বিশ্রামস্থল বলে মনে করা হয়। পশ্চিম তীরের এই স্থানে নিয়মিতই সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এটি পবিত্র স্থান হিসেবে সম্মানিত।

সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে তীর্থযাত্রীদেরকে এই স্থানে নিয়ে যায়। ফিলিস্তিনিদের দাবি, এই সব পরিদর্শন উস্কানিমূলক।

উভয় পক্ষের সরকারি সূত্র থেকে সংকলিত এএফপির তথ্য অনুসারে, এই বছর ইসরাইল ফিলিস্তিনি সংঘাতের সাথে যুক্ত সহিংসতায় কমপক্ষে ১৯৬ জন ফিলিস্তিনি, ২৭ জন ইসরাইলি, একজন ইউক্রেনীয় এবং একজন ইতালীয় নিহত হয়েছে।

এর মধ্যে ফিলিস্তিনের পক্ষে যোদ্ধা ও বেসামরিক ব্যক্তি এবং ইসরাইলের পক্ষে বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিক এবং সংখ্যালঘু তিনজন আরব সদস্য রয়েছে। ইসরাইল ১৯৫৭ সাল থেকে পশ্চিম তীর দখল করে আছে। প্রায় ৪ লাখ ৯০ হাজার ইসরাইলি এই অঞ্চলে বসবাস করে। অঞ্চলটিতে বসতি আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অবৈধ।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সম্পর্কে এশীয় আমেরিকানদের মনোভাবে ব্যাপক ভিন্নতা, বলছে সমীক্ষা

সান ফ্রান্সিসকো ঃ বুধবার প্রকাশিত এশীয় আমেরিকানদের নিয়ে একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, তিনচতুর্থাংশের বেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রকে সুনজরে দেখেন। এদিকে, চীনকে সুনজরে দেখেন মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ। ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মধ্যে ৭ হাজার এশীয় আমেরিকান প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে সমীক্ষা চালায় পিউ রিসার্চ সেন্টার। তাদের প্রশ্নে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, এই মানুষরা তাদের দেশ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কে কী ভাবেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিলেন জাপানি, কোরীয়, তাইওয়ানী, ফিলিপিনো, ভিয়েতনামী, ভারতীয় ও চীনা। নিজের মাতৃভূমি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মাত্র ৪১ শতাংশ চীনা আমেরিকান জানিয়েছেন, চীন সম্পর্কে তাদের মনোভাব ভাল বা মোটামুটি ভাল। সমীক্ষায় বাকিরা তাদের দেশ সম্পর্কে বেশির ভাগ ইতিবাচক মনোভাবের কথাই বলেছেন। অন্যান্য এশীয় আমেরিকানদের মধ্যে মাত্র ১৪ শতাংশ জানিয়েছে যে, চীনকে তারা সুনজরে দেখেন। পিউ সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজন চীনা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যত বেশি দিন কাটিয়েছেন, চীন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি তত কম অনুকূল। ১০ বছর বা তার কম সময় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের ৫৬ শতাংশের মনোভাব ইতিবাচক। সেই তুলনায় ২১ বছর বা তার বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ব্যক্তিদের ৩৮ শতাংশ চীন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। নিজেদের পূর্বপুরুষের ভিটেতে ফিরে যাবেন কিনা প্রশ্ন করা হলে, চীনা আমেরিকানরা সবচেয়ে কম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মাত্র ১৬ শতাংশ চীনা আমেরিকান দেশে ফিরতে চান। তুলনায় ২৮ শতাংশ অন্যান্য এশীয় আমেরিকান জন্মভূমিতে ফেরার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সমীক্ষা চালানো ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য বেশি অংশ (৫৩ শতাংশ) যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছিলেন এই ভেবে যে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই দেশ হবে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনৈতিক শক্তি। পিউ সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতীয় আমেরিকানরা নিজেদের দেশে ফেরার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। তাদের ৩৩ শতাংশই জানিয়েছেন যে, তারা ফেরার কথা বিবেচনা করবেন। এদের মধ্যে ৫২ শতাংশেরই দেশে ফেরার কারণ পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। এই সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ভারতীয় আমেরিকানরাই (৮০ শতাংশ)। তারা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তারা সুনজরে দেখেন।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ভোট মিটতেই অসহায় সম্বলহীন এক বৃদ্ধার ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ করিয়ে দিলেন সিপিআইএম কর্মীরা

জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের ফল যাই হোক, কোর্টের রায় যতই পঞ্চায়েত গঠনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াক, মানুষের পাশে সারা বছর থাকে বামপন্থীরা। আরও একবার নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলো খড়িয়া এলাকার বামপন্থীরা। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তার চড় এলাকার ৭ টি বুথের মধ্যে ১টি বুথের পঞ্চায়েতে জয়যুক্ত হয়েছে বামফ্রন্টের সিপিআই (এম) প্রার্থী গোসাই সরকার,গত ৫ বছর এলাকায় ছিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত। এলাকাবাসীদের অভিযোগ বর্ষায় খরের চাল দিয়ে জল পড়লে পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে একটা ত্রিপল চেয়েও পাননি এলাকার মানুষরা।তিস্তা পাড়ের উত্তর সুকান্ত নগর কলোনী এলাকার মানুষ বর্ষার সময় বেশিরভাগ দিনই

জলে কাদায় জীবন যুদ্ধ চালান। তিস্তার জল সামান্য বারলেই এলাকায় ঢুকে পড়ে জল। সেই সুকান্তনগর এলাকায় ৮০ উর্দ্ধ এক গরীব অসহায় বৃদ্ধার গৃহে দীর্ঘ ৪ বছর পর বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় দেওয়া হয় এলাকার সিপিআই (এম) এর পঞ্চায়েত গোসাই সরকার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে।সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পীযূষ মিশ্র অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গরিব মানুষকে ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিনামূল্যে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেইমতো এই পরিবারগুলিতে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়া হয়েছিল বিনামূল্যে। তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার তা বহাল না রাখায় এই পরিবারগুলিতে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বাম জমানায় বিদ্যুৎ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে ছাত্র যুবদের রক্ত বিক্রি করে সেই টাকায় তৈরি হয়েছিল বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প।

রক্তে গড়া বক্রেশ্বরের আলো

ঘরে ঘরে জ্বালো এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল বামফ্রন্টের উদ্যোগে। জেলা পরিষদ, মিউনিসিপালিটি সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কোটি কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলেও তৃণমূল সরকার তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কাটেনা, অথচ গরিব অসহায় বৃদ্ধার সামান্য বিল বাকি পড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়।১২ বছর হয়ে গেল সরকারে বামফ্রন্ট নেই কিন্তু বামফ্রন্টের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে

নবনির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোসাই সরকার ও এলাকার বামপন্থীরা স্থানীয় মানুষকে সাথে নিয়ে ৮০ উর্দ্ধ বৃদ্ধা সকিনা খাতুনের অন্ধকার বাড়িতে আলো জ্বালাতে উদ্যোগী হন।

সরকারি অফিস থেকে চুরি হওয়া মালামালসহ আসামি গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত দেশবন্ধু পাড়ায় অবস্থিত বন্যপ্রাণী সম্পদ রক্ষক অফিসের তালা ভেঙে দুটি স্ট্যান্ড ফ্যান সহ অন্যান্য কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থানায় একটি কেস দাখিল করা হয়। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকে পুলিশ এ ৎ আই দেবাশীষ দাশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হটাৎ কলোনিতে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া স্ট্যান্ড ফ্যান দুটি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেন সঞ্জীব দাস এর কাছ থেকে। এবং তাকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি কোর্টে পেশ করা হয়।

ডুয়ার্সের চা বলয়ে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি পরিবার

আলিপুরদুয়ার ঃ হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো পাঁচটি পরিবার। ডুয়ার্সের তাসাটি চা বাগানের সান্থাল লাইন ও মিশন লাইনে শনিবার গভীর রাতে একটি দাঁতাল হাতি তাণ্ডব চালায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট চা বাগানের ওই দুটি লাইনের পৃথক ৫ টি পরিবারের ঘর ভেঙে দেয় হাতিটি। শুধু তাই নয়, ঘরে মজুত রাখা চাল আটা সাবার করে দেয় হাতিটি। স্থানীয়রা জানান, একটি বিশাল দাঁতাল হাতি প্রথমে তাসাটি চা বাগানের মিশন লাইনে তান্ডব চালায়, তারপর সান্থাল লাইনে হানা দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। সরকারি সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। পাশাপাশি হাতির হামলা থেকে বাঁচার সুনির্দিষ্ট কোনও ব্যবস্থা করারও আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রকৃতি পরিবর্তনের কুফলে নাভিশ্বাস উঠেছে চা বলয়ে। অতি বৃষ্টিতে ব্যাহত চা পাতার উৎপাদন

জলপাইগুড়ি ঃ প্রকৃতি পরিবর্তনের কুফলে নাভিশ্বাস উঠেছে চা বলয়ে। অতি বৃষ্টিতে ব্যাহত চা পাতার উৎপাদন।চা গাছ তার থেকে পাতা আর সেই পাতা থেকেই সুগন্ধি চা, চা প্রেমীদের এই আসরে এই মুহূর্তে ভিলেনের রূপ নিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে বিগত কয়েক বছর থেকেই বদলে গিয়েছে হিমালয়ের পাদদেশের পরিবেশ। যার সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে পাহাড় থেকে সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা চা বাগানের ওপর।কখনো ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, আবার কখনো পুরো বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টি মাত্র তিন মাসেই ঝড়ে পরা।বারেও জলপাইগুড়ি জেলার ডেঙ্গুয়া ঝার চা বাগান সহ ডুয়ার্সের চা বলয়ে বদলে যাওয়া প্রকৃতির এই কুফল ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে।এই প্রসঙ্গে ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার তথা ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে সচিব জীবন চন্দ্র পান্ডে বলেন, চা উদ্যোগ পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর একটি শিল্প, তবে প্রকৃতির পরিবর্তন বর্তমানে আমাদের অনেকটাই সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে প্রতি বছর। অধিক বৃষ্টিতে কমে গিয়েছে চা পাতার উৎপাদন, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে সক্রিয় রয়েছে বর্ষা।

শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়া ঝাড় চা বাগানের শ্রমিক আক্ষেপ করে বলেন আগে এই সময় রোজ একশো কেজি পাতা তুলতাম, কিন্তু অধিক বৃষ্টিতে গাছে পাতা কম আমাদের ই লোকসান হচ্ছে, একদিকে যেমন ডব্লী হাজিরা মিলছে না তার সঙ্গে বাড়তি চা পাতা তুললে বাগান কর্তৃপক্ষ যে পুরস্কার দেয় সেটাও পাচ্ছি না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত বৃদ্ধ বাবাকেই নৃশংসভাবে খুন করে ঘরের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল প্রার্থী পুত্রবধূ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ রবিবার সকালে শোবার ঘর থেকেই মুখে রক্ত লাগা অবস্থায় বিজেপি কর্মী বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়টি জানাজানি হতেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের কন্যাদিঘী গ্রামে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট এলাকার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী তথা মৃতের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডিকে আটক করেছে পুলিশ । কিন্তু সেই সময় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছ থেকে ওই তৃণমূল প্রার্থীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পুলিশকে ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। এমনকি গ্রামের রাস্তাও অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর একটি বিশাল টিম। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম বুরণ মুর্মু (৬০)। মৃতের অভিযুক্ত ছেলের নাম বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূর নাম শর্মিলা মার্ডি। মৃত বুরণ মুর্মু এলাকার সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এদিন ওই বৃদ্ধের দেহ তার শোবার ঘর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। ওই বৃদ্ধের মুখে এবং মাথায় প্রচুর রক্ত লেগেছিল । শরীরেও ব্যাপক আঘাতের চিহ্ন পেয়েছে পুলিশ । তাতে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মারধর করার পাশাপাশি শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে ওই বৃদ্ধকে। তারপরে হয়তো ঘরের সিলিংএ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ নম্বর আসনে ওই বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির নিকট প্রার্থী জয়ন্তী মূর্মুর কাছে শর্মিলা মার্ডি মাত্র ৫৬ ভোটে পরাজিত হয়। এরপর বুরণ মূর্মুর ওপর অত্যাচার শুরু করে তার ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি। যেহেতু তাদের বৃদ্ধ বাবা বিজেপির কর্মী হিসেবে গ্রামে প্রচার চালিয়েছিল। তারজন্যই তৃণমূলের হার হয়েছে এমনটা অভিযোগ তুলে ওই বৃদ্ধ কে মারধর শুরু করে তার ছেলে এবং পুত্রবধূ মারধর শুরু করে। অবশেষে ওই বৃদ্ধকে মারধরের পাশাপাশি শ্বাসরোধ করে খুন করার পর শোবার ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় মৃতের ছেলে বিপ্লব মুর্মু এবং পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডি বিরুদ্ধে বামনগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, আমাদের দলের ওই প্রবীণ কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে । তার ছেলে এবং পুত্রবধূ মিলে খুন করেছে। যেহেতু শর্মিলা মার্ডি তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিল, তাই বদলা নিতেই বুরণ মুর্মুকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অভিযুক্ত ওই দুজনকে যাতে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হয় তারও দাবি জানানো হয়েছে।

তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, এখানে রাজনৈতিক কোনো বিষয় জড়িত নেই। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । এটা নিতান্তই পারিবারিক বিষয়। পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

বামনগোলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত বৃদ্ধের পুত্রবধূ শর্মিলা মার্ডিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ছেলে বিপ্লব মর্মু পলাতক। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

তিস্তা দোমহনী, মেখলিগঞ্জ এনএইচ ৩১জলঢাকা নদীর অসুরক্ষিত এলাকায় এখনো জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা

জলপাইগুড়ি ঃ তিস্তা দোমহনী, মেখলিগঞ্জ এনএইচ ৩১জলঢাকা নদীর অসুরক্ষিত এলাকায় এখনো জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা।রবিবার সকাল ৮ টায় গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৮২২.৬২ কিউমেক জল ছাড়া হয়। তবে বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি জলপাইগুড়িতে। তবে এদিন সকাল থেকেই জোলা জুড়ে ঝলমলে আকাশ।

তৃণমূলের ভয়ে ঘর ছাড়া বিধায়ক সমর্থিত নির্দলরা। খবর পেয়ে এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ঃতৃণমূলের ভয়ে ঘর ছাড়া বিধায়ক সমর্থিত নির্দলরা। খবর পেয়ে এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর অভিযোগ ব্লক সভাপতির জাকির হুসেনের সন্ত্রাসের কারণে ঘর ছাড়া রয়েছে তার নির্দল সমর্থিতরা। জানা গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনে গন্ডগোলের কারণে চলে ভাঙচুর। দফায় দফায় ভয় দেখাতে শুর করে জাকির হুসেনের সমর্থিতরা।

বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃকলকাতার ধর্মতলায় একুশে জুলাই শহীদ দিবস পালন করছে তৃণমূল । জয়ী বিজেপি প্রার্থী ও কার্যকর্তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা,প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরন করা চলবে না,মজুত রাখা বোমা বারুদ উদ্ধার করতে হবে সহ আটদফা দাবিতে একুশে জুলাই রাজ্যজুড়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । বীরভূম জেলার খয়রাশোল,রাজনগর,মুরারই দুইনং,সিউড়ি একনং ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । তারপর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় । রাজনগরের বিজেপি নেতা পল্টুপদ ধীবর বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষের রায় ছিল সরকারের বিপক্ষে কিন্তু শাসকদল ব্যালট বাক্স পাল্টিয়ে রায় নিজেদের পক্ষে নিয়েছে তাতে সাহায্য করেছে বিডিও সাহেবরা সঙ্গে প্রশাসন । সিউড়ি একনং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করার পর জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরনের জন্য বীরভূম জেলার যেখানে যেখানে পঞ্চায়েত গড়বো সেখানে জয়ী বিজেপি প্রাথীদের তৃনমূলে যোগদান করার জন্য হুমকি দিচ্ছে সেখানে বিডিও সাহেবরা সহযোগিতা করছে । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের বড়মহুলা বুথে তৃনমূলের দুস্কৃতীরা মুখে কাপড় বেঁধে ভোট লুট করতে গিয়েছিল । গ্রামবাসীরা বাধা দিয়েছিল । রিটার্নিং অফিসার বিডিও কোনো অভিযোগ জানান নি । উল্টে যেসব গ্রামবাসীরা ভোট লুট ছাপ্পা রুখে দিয়েছিলেন তাদের নামেই কেস দিচ্ছে বিডিও। প্রশাসন এইরকম পক্ষপাতমূলক আচরন করছে । সিউড়ি একনং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শিবাশীষ সরকার বলেন, বিজেপি স্মারকলিপি প্রদান করেছে সেখানে কিছু দাবিদাওয়ার কথা জানিয়েছে আমি সেইগুলো আমার উধ্বর্তন কতৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেবো ।

বিশ্বভারতী অমর্ত্য মামলার পরবর্তী শুনানি আঠাশে জুলাই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেরো ডেসিমল জমি বিবাদ নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অমর্ত্য সেনের মামলা গড়ায় আদালতে । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই মামলার শুনানি চলছে সিউড়ি আদালতে । শুক্রবার একুশে জুলাই সিউড়ি আদালতে মামলার শুনানি হয় । অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, এস্টেট অফিসারের অথারিটি আছে কিনা সেই সম্পর্কিত কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারে নি। বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, ল পয়েন্টে আরগুমেন্ট হলো ওরা আগেরদিন যেগুলো দেখিয়েছিল সেইগুলো কোর্টকে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য । বিশ্বভারতী অর্ডারে লিখে দিয়েছে বাস্তুজমিতে হাত দেবে না । তার পাশের তেরো ডেসিমল অতিরিক্ত নিয়ে বসে আছেন । উনি প্রেসকে মিথ্যা কথা বলছেন ।

পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী আঠাশে জুলাই ।

চুড়ি উপহার বিজেপির বিক্ষোভে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি । খয়রাশোল ব্লক অফিসের গেটে চুড়ি পড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা । রক্ষক ভক্ষকে পরিনত হয়েছে তাই সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ¯ প্রতিবাদে স্মারকলিপি প্রদান করার পাশাপাশি খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পার্থসারথি দাসের হাতে একগুচ্ছ চুড়ি উপহার হিসাবে তুলে দেয় বিজেপি নেতৃত্ব । যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য ।

তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বিজেপিতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ কলকাতা ধর্মতলায় একুশে জুলাই শহীদ দিবস পালন করছে তৃণমূল আর সেইদিন বিকালে বীরভূম জেলার কোটাসুর বিজেপি কার্যালয়ে বিজেপিতে যোগদান করলো কুনডলা অঞ্চল তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি প্রবীর দাস । প্রবীরের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য দুধকুমার মন্ডল ।

নদীতে তলিয়ে মৃত ছাত্র

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃশুক্রবার দুপুরে ময়ূরাক্ষী নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হলো এক ছাত্রের । মৃতের নাম রিয়াজ ইসলাম । সাইথিয়া টাউন উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র । দুপুরে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় রিয়াজ । প্রায় দুইঘন্টা পর দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ ।

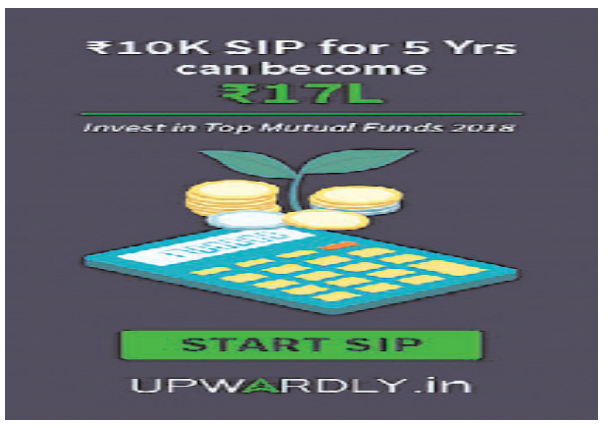

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের পথে গ্রেফতার এক পাচারকারী

কোচবিহার ঃ ভারতবাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের পথে গ্রেফতার এক ব্যক্তি।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবালাভূত এলাকার ঘটনা। সুত্রের খবর শনিবার গভীর রাতে বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবালাভূত এলাকায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের সময় ওই ব্যক্তিকে আটক করে বিএসএফের জওয়ানরা। রবিবার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর আটক করা ব্যক্তিকে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপরেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। থানা সূত্রে খবর গ্রেফতার করা ব্যক্তির নাম মহিবুল হক তার বাড়ি অসমের ধুবড়ি জেলায়।

আমের দাম বাড়লেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না চাষিরা

মালদা ঃ মালদায় বিভিন্ন প্রজাতির আমের চাষ হয়। তারমধ্যে জেলা তথা সারা দেশ এবং বিদেশেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে ফজলি আম। বর্তমানে ফজলি আম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ফজলি আমের দাম বাড়তে চলেছে। রবিবার এনএস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, প্রথমদিকে আমের দাম না থাকাই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন আম ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে বাজারে ফজলি আম ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হলেও আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রায় ৫০ টাকা কিলো দারে বিক্রি হবে ফজলি আম। বাজারে আমের দাম বাড়লেও ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন কিন্তু প্রকৃত চাষীরা ঠিকঠাক দাম পাচ্ছে না। সবমিলিয়ে চাষিরা এখনো ক্ষতির মুখে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে ভক্তদের ঢল

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার থেকেই শুরু হল ঐতিহ্যবাহী শ্রাবণী মেলা, নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর।রবিবার থেলে শুরু হল উত্তরবঙ্গের প্রাচীন শৈব তীর্থ জল্পেশের শ্রাবণী মেলা। যা চলবে আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। আর এই মেলাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে জেলা প্রসাশনের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষ। নির্বাচনের আগে মেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মেলা চালু করা যায়নি। তবে ভক্তদের জন্য খোলা ছিল মন্দির।রবিবার সকাল থেকেই মন্দির খোলা ছিল। দিনের আলোতে তেমন ভিড় না হলেও প্রচুর ভক্ত আসবেন বলেই আশাবাদী মন্দির কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এবং সর্ব বৃহৎ শৈব তীর্থ হল জল্পেশ মন্দির। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে বছরে তিনটি বৃহৎ মেলা বসে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রাবণ মাসের শ্রাবণী মেলা। এই মেলায় সবথেকে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়। এরাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য এবং রাষ্ট্র থেকে বহু ভক্ত আসেন পুজো দিতে। তাই মেলাকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে কমিটির তরফে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা যায়, এবছর নিরাপত্তার জন্য মন্দিরে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরা গুলিকে পুনসংস্কার করা হয়েছে এছাড়াও মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজস্ব শতাধিক ভলেন্টিয়ার রয়েছে, মন্দিরের চারিদিকে পুলিশি নিরাপত্তা সহ, সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা, মেডিকেল টিম মন্দির চত্বরে মোতায়েন থাকবেন। যদিও মন্দিরে প্রবেশের টিকিট মূল্যের কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি না বলে জানা যায়। স্পেশাল টিকিট ১০০ টাকা এবং ২০ টাকার টিকিট মূল্য থাকবে।ঋতু চক্রের ঘূর্ণায়মান চক্রে এবার শ্রাবণ মাস মল মাস বলে বিবেচিত। আর যার ফলেই গুজব রটেছে যে এই মাসে জল্পেশ মন্দিরে ঢালা যাবে না জল। অনেকেই বলছেন বন্ধ থাকবে মন্দির। তবে এই কথা যে গুজব তা স্পষ্ট করলেন জল্পেশ মন্দিরের পুরোহিতরা। তাদের কথায়, শ্রাবণ মাস মল মাস থাকলেও মন্দির খোলা থাকবে। মূলত মল মাসে বাড়ির বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান বিশেষ করে বিবাহ, অন্নপ্রাশন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা যায় না। তবে জল্পেশ মন্দিরে কোনো সমস্যা হয় না। তাই মল মাস থাকলেও মন্দির খোলা থাকবে। ভক্তরা আসবেন এবং পুজো দিতে পারবেন।এরই পাশাপাশি এদিন জল্পেশের এই শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে মন্দিরে যাবার জন্য পোশাক সহ বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে ভিড় জলপাইগুড়ির বিভিন্ন দোকানে লক্ষ্য করা গেছে।

উত্তর দিনাজপুর থেকে হাজার হাজার লিটার অবৈধ মদসহ গ্রেফতার বিহারের বাসিন্দা

উত্তর দিনাজপুর ঃ অবৈধ চোলাই মদ পাচারের সময় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরলো রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।ধৃত ওই ব্যক্তির নাম শরবান চৌধুরী। বাড়ি বিহারের বিঘোর এলাকাতে।এদিন রায়গঞ্জের শংকরপুর এলাকাতে পাচারের সময় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ওই ব্যক্তি মোট ৯৭.৫০০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ পাচার করছিলো বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

রক্তদান শিবিরের আয়োজনে সম্মানিত ৫ চিকিৎসক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি এবং কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে রক্তদান শিবিরের আযোজনকারী ৫ চিকিৎসককে সংবর্ধিত করা হল। রক্তদাতাদের পাশাপাশি জনসাধারণের মধ্যে চারা বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর অভয়া বোস প্রমুখ।

পর্যটকদের জন্য সাইকেলে চেপে ডুয়ার্স ঘোরার ব্যবস্থা

আলিপুরদুয়ার ঃ রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার দমনপুর এলাকা থেকে পর্যটকদের জন্য সাইকেল ব্যবস্থা চালু করল জেলা প্রশাসন। জানাগেছে মাত্রা ৫০ টাকা ব্যয়ে এবার বক্সার জঙ্গল এলাকা ঘুরতে পারবেন পর্যটকরা। জেলা প্রশাসনের তরফে ডুয়ার্স দর্শন নামক প্রকল্পের মাধ্যমে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া এলাকার একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে ৫ টি সাইকেল তুলে দেয়া হয়। এখন থেকে সাইকেল নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। তার জন্য দিতেভাবে শুধু মাত্র ৫০ টাকা। এদিন দমনপুর এলাকা থেকে এই পরিষেবার শুভ সূচনা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভ

ডিলিমিটেশন খসড়া নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের

এই প্রক্রিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পাঁচটি পরামর্শ দাখিল বিজেপির, কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা, ডিলিমিটেশন বাতিলের প্রস্তাব

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এবার রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি হলেন তিনজন নির্বাচন কমিশনার। ডিলিমিটেশনের খসড়া সংক্রান্তে গত দুদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অধীনে থাকা বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর সীমানা তথা নাম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্থানীয় এলাকার দল সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষের দাবি আপত্তি পরামর্শ এবং মতামত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অবশেষে ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ করেছে। তবে এই শুনানিতে একদিকে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পাঁচটি পরামর্শ দাখিল করেছে বিজেপির। সামান্য সংশোধন সহ ডিলিমিটেশনের সমর্থন জানিয়েছে অসম গণ পরিষদ। অন্যদিকে কংগ্রেসের এই প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে ডিলিমিটেশন বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছে এআইইউডিএফ, অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দল এবং সিপিআইএম।

পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী বুধবার সকালেই গুয়াহাটি মহানগর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্রপান্ডে এবং নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল। এরপর বুধবার বেলা দুটো থেকে এবং বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা থেকে মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সংক্রান্তে স্থানীয় দল সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষের দাবি আপত্তি পরামর্শ তথা মতামত গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে এরপর বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে নির্বাচন কমিশন শুনানিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে।

রাজ্য বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল এদিন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশ নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে দলটি ডিলিমিটেশনের খসড়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। দলটির রাজ্য সভাপতি প্রবেশ কলিতা, মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, মন্ত্রী অশোক সিংহল, দলের উপসভানেত্রী রেখা রানী দাস বড়ো, অজয় কোওর, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডিপ্লোরঞ্জন শর্মা, রাজ্য নির্বাচনী বিভাগের আহ্বায়ক ধ্রুবজ্যোতি দাওকা, ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি অশ্বিনী রায় সরকার থাকা প্রতিনিধি দলটি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামগ্রিকভাবে লোকসভা এবং রাজ্যসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অধীনে প্রকাশিত খসড়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে কিছু সংশোধনের জন্য প্রস্তাব ও নির্বাচন কমিশনের সামনে তুলে ধরা হয়। দলটির মতামত অনুযায়ী রাজ্যবাসীর জন্য প্রস্তুত করা এই ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রত্যেক ব্যক্তির আগন্তুক আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে। তাছাড়া এই খসড়া অসমবাসীকে ভবিষ্যৎ দিনের সাংবিধানিক তথা রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করবে বলে রাজ্য বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে গেরুয়া দলটি কয়েকটি সংশোধনের প্রস্তাব এনেছে। সেই অনুযায়ী নগাঁও বিধানসভা কেন্দ্রের নাম নগাঁওবটদ্রোবা নামে নামকরণ, বকো বিধানসভা কেন্দ্রের নাম বকোছয়গাঁও নামে নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমগুড়ি এবং লাহোয়াল বিধানসভা কেন্দ্র দুটি পুনর বহাল করা, মরিগাঁও বিধানসভা কেন্দ্রটি তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষণ করার প্রস্তাব জানিয়েছে দলটি। এই সাক্ষাৎকারে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা স্বাক্ষরিত একটি পত্র নির্বাচন কমিশনের কাছে দাখিল করা হয়েছে। বরাক উপত্যকার শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজদীপ রায় সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেছেন তিনি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যা প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা দলের মতামত নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

এদিকে সভাপতি অতুল বরার নেতৃত্বে অসম গণ পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এই শুনানিতে অংশ নিয়ে অসম গণ পরিষদ ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তি বর্ষ ২০০১ সাল গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দলটির সামান্য সংশোধনও রয়েছে। ডিলিমিটেশনের খসড়ায় আমগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তনের বিরোধিতা করেছে দলটি। ফলে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশ নিয়ে অসম গণ পরিষদ আমগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র বহাল রাখার দাবি জানিয়েছে। দলের স্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা।

একইভাবে সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। এই দলে বিধায়ক রকিবুল হোসেন, দলের উপ সভাপতি রানা গোস্বামী, বিধায়কা নন্দিতা দাস, বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার প্রমুখ দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন তারা দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন সেটা এদিনের শুনানিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করতে না পারার জন্য নির্বাচন কমিশন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন ২০০১ সালকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিযুক্ততা নেই। কারণ বর্তমান সময় পর্যন্ত এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে বিদেশি ব্যক্তিদের ভারতীয় নাগরিকত্বের মর্যাদা নির্বাচন কমিশন দিতে চাইছে কি সেই প্রশ্ন করায় তারা বিষয়টি এড়িয়ে যায়। ফলে কোনো অবস্থাতেই এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়দান না হওয়া পর্যন্ত এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া বাতিল করার জন্য কংগ্রেসের তরফে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানান সভাপতি ভূপেন বরা। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলেন এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। অন্যদিকে আসু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজের স্থিতি নেওয়ার আগে এক কালে ছাত্র সংগঠনের পরামর্শদাতা হিসেবে থাকা বসন্ত ডেকা এক্ষেত্রে কি বলছেন সেটা আসু অনুধাবন করা উচিত। তাছাড়া ৮৫৫ জন শহীদের পরিবারের অন্তর আত্মার কথাও ছাত্র সংস্থার উপলব্ধি করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন সাধারণ জনতার পাশে দাঁড়ানো সারা অসম ছাত্র সংস্থা দুর্বল হয়ে যাক এটা তিনি চাইছেন না। একই সঙ্গে এককালে প্রফুল্ল কুমার মহন্ত নেতৃত্বাধীন আসু ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে দূরে সরে আসুক সেটাও তিনি চাইছেন না বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা।

এআইইউডিএফ এর একটি প্রতিনিধি দল ও এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি আপত্তি দাখিল করেছে। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়ায় সংখ্যালঘুদের আসন কর্তন করা হয়েছে। বিশেষ করে ধুবড়ি, নগাঁও এবং বরাগ উপত্যকায় বিধানসভা আসন কর্তন করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সংখ্যালঘুদের আসন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে লক্ষিমপুর, ধেমাজি জেলায় আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে এই প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ এবং বিরোধ জানিয়েছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের খসড়ায় ধর্মীয় মেরু বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যালঘুদের এক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। ফলে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশন সরকারের মতামত অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তিনি বলেন জনসংখ্যার ঘনত্ব ভিত্তিক এই ফর্মুলা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে বলে বারংবার দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ জানান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় কালে তিনি যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলোর কোন উত্তর দিতে পারেননি নির্বাচন কমিশনার। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বাতিলের দাবি জানান বিধায়ক অখিল গগৈ।

একইভাবে সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে সাংবাদিকদের জানান তিনি এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার কোনো যুক্তিযুক্ততা নেই। একমাত্রিক মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে তড়িঘড়ি ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য নির্বাচন কমিশন উঠে পড়ে লেগেছে। এক্ষেত্রে আসুর স্থিতির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেন আজ পর্যন্ত এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু এনআরসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না করে এভাবে তড়িঘড়ি ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার যে প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি।

রাজ্যে পরিবহন কর বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্দেশ বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি কংগ্রেসের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা বর্তমান ব্যাপক সংকরজনক। এতটাই সংকটজনক যে সরকার আসন্ন বিধানসভার অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য ধরতে পারছেনা। এক্ষেত্রে তড়িঘড়ি অধ্যাদেশ জারি করে ব্যাপকভাবে পরিবহন কর বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষকে অধিক আর্থিক সংকটের মধ্যে ফেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরতচন্দ্র নরহ। তিনি বলেন যেহেতু অধ্যাদেশের মাধ্যমে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী নতুন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন মাশুল বিশেষ করে ২০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের বাহনে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে বাহনগুলোর মূল্য অত্যাধিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলস্বরূপে বাস ট্রাক ইত্যাদি গাড়ির দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরতচন্দ্র নরহ বলেন ট্রাকের মাধ্যমে বহন করা নৃত্য ব্যবহার্য সামগ্রী মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সাধারণ জনতার ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এইভাবে সরকার একদিকে উন্নয়নের কথা বলছে অন্যদিকে অপরিকল্পিত ভাবে নানা বিষয়ে সময় অসময়ে কর বৃদ্ধি করে আমজনতার উপরে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ জনতার উপর যেভাবে সরকারি শোষণ শুরু হয়েছে সেটার তীব্র বিরোধিতা করছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এভাবে সাধারণ জনতার উপর চাপ সৃষ্টি করে বৃদ্ধি করার সরকারি নির্দেশ অতি শীঘ্রই বাতিল করার জন্য দাবি জানানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মিডিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ।

পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের কাজকর্ম পর্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

প্রত্যেক পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা কেন্দ্র বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির খাতিরে ব্যাপকভাবে তৎপর হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন। তাছাড়া প্রত্যেক পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা কেন্দ্র বাবদ ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনের সভাকক্ষে পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগ সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশুপালন এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের সম্ভাবনীয়তার দিকগুলো পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিভাগের বিভিন্ন কাজকর্ম তথা এর অধীনে অব্যাহত থাকা প্রকল্প গুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। বৈঠকে তিনি রাজ্যে থাকা ৪২১টি পশু চিকিৎসালয় এবং ৭৬৭ টি উপকেন্দ্রে থাকা পশু চিকিৎসক এবং সহায়ক তথা অন্যান্য কর্মচারী নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষধ যাতে থাকে সেক্ষেত্রের গুরুত্ব আরো করেছেন। তাছাড়া পশু চিকিৎসা সেবা গোপালোকরা যাতে সহজে পেতে পারেন সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাজ্যে থাকা ১৯ টি রোগ শনাক্তকরণ গবেষণাগার, ৬১টি প্রদর্শনমূলক পাম, ১৭ টি এয়ারকন্ডিশনার শুক্র ভরাল এবং দশটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকার বিষয়টি বিভাগের শীর্ষ কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে বিভাগকে এই সুবিধা গুলোর মাধ্যমে গোপালকরা যাতে উপকৃত হতে পারে সেক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া পশু চিকিৎসালয় গুলোর মাধ্যমে সাধারণ জনতা যাতে সহজে পশু চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে থাকা জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের মতো এই ক্ষেত্রকে সেই পর্যায়ের আদলে গড়ে তোলার দিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য সরকার আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর মতো এই বিভাগের উপকেন্দ্র গুলোকে গড়ে তোলার জন্য জেলা কমিশনারের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা করেছে। প্রতিটি পশু চিকিৎসালয় দুজন করে চিকিৎসক থাকাটি সুনিশ্চিত করতে হবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রয়োজন সাপেক্ষে এই বিভাগটিতে নতুন করে চিকিৎসক নিযুক্তি দেওয়া হবে। বিভাগের ওষুধ ক্রয়ের প্রক্রিয়া অধিক শাবলী করনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের আদলে এই ক্ষেত্রে তৎকালীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের বৈঠকে পশু পালন এবং পশু চিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী অতুল বরা, পশুধন নিগমের অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব সমীর কুমার সিনহা, পশুপালন বিভাগের প্রধান সচিব মনিষ ঠাকুর, সঞ্চালক রাহুল সুরেশ এবং বিভাগের অন্যান্য শীর্ষ স্তরের আমলারা উপস্থিত ছিলেন।

সারা অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক এবং কর্মচারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি করে বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তুতি সরকারের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ এবং উন্নতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয় গুলোর প্রারম্ভিক পর্যায়ে থেকে শুরু করে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এক্ষেত্রে সারা অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক এবং কর্মচারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি জানান চলিত আর্থিক বছরে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি করে বিদ্যালয়ের নির্মাণের জন্য মোট ২৫২ টি বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে রাজ্য সরকার। তাছাড়া এ সরকারের কার্যকালে মোট ১০০০ এর অধিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবনে নিজের কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু সারা অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক এবং কর্মচারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। উক্ত বৈঠকে সংস্থাটির তরফে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রীকে অবগত করানো হয়েছে। মূলত বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার নির্মাণ, শিক্ষকদের আরপিআর সংশোধনী, পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, অর্জিত ছুটি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্তে এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষাবিভাগকে প্রণালীবদ্ধভাবে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সংকল্পবদ্ধ।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান সরকার বিদ্যালয়ে গুলো পুনর্নির্মাণের জন্য বৃহৎ অর্থ ধার্য করেছে। এক্ষেত্রে চলিত আর্থিক বছরে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে দুটি করে বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য মোট ২৫২টি বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানের সরকারের কার্যকালে সর্বমোট ১০০০ এর অধিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের জন্য লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। যেটা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা প্রদান করবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্রছাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে তিনি ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার্থে বিষয় অনুযায়ী ই টেক্সটবুক প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। মহাবিদ্যালয়ের আদলে বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষকের জ্ঞান চর্চা এবং বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের ক্যারিয়ারের উন্নয়নের এক রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষাবিভাগ চিন্তা চর্চা করছে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। এদিনের বৈঠকে শিক্ষাবিভাগের সচিব এস এন চৌধুরী, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালিকা মমতা হোজাই প্রমুখ শীর্ষ স্তরের সরকারি আমলারা উপস্থিত ছিলেন।

সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে তাদের দাবি তথা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সংস্থাটির দ্বারা রেশনালেজেশন প্রক্রিয়াতে ২০১২ সাল থেকে ট্যাটের মাধ্যমে নিযুক্ত কন্ট্রাকচুয়াল এবং স্টেট পুল শিক্ষকদের বর্তমান সময় পর্যন্ত সিনিয়রিটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের দাবি গ্রহণযোগ্য করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী।

অন্যদিকে এই টেট শিক্ষক সংস্থাটির পদাধিকারীরা তাদের তরফ থেকে শিক্ষা সেতু অ্যাপে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে বলে শিক্ষামন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু শিক্ষকদের তাদের সহযোগিতা এবং সরকার তথ্য বিভাগের প্রতি থাকা দায়িত্ব সহকারে কাজ করে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পর্যায়ক্রমে আগন্তুক দিনগুলোতে শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলো ঘোষণা করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণায় অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রতি তারা দায়বদ্ধ থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে সারা অসম টেট শিক্ষক যৌথ মঞ্চ।

মাইকোলাভে রাশিয়ার বিমান হামলা

ইউক্রেন ঃ বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়া বন্দর শহর মাইকোলাইভে সারারাত বিমান হামলা চালিয়েছে, এতে কমপক্ষে ১৯ জন আহত হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর ভিটালি কিম টেলিগ্রামে বলেছেন, বিমান হামলাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে আঘাত করে। আহতদের মধ্যে পাঁচ শিশুও রয়েছে। কিম আরও জানান, ধ্বংসস্তূপ থেকে দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কর্মকর্তারা বলেছেন, ওডেসায় রাশিয়ার হামলায় অন্তত একজন নিহত হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইউক্রেনীয় বন্দরগুলোতে অবস্থানরত জাহাজগুলোর জন্য নতুন নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে। ইউক্রেনীয় শস্য বহনকারী জাহাজগুলোকে কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্থগিত হওয়ার দুইদিন পর রাশিয়া এই সতর্কতা জারি করে। মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে,মস্কোর সময়ানুযায়ী ২০ জুলাই মধ্যরাত থেকে শুরু করে কৃষ্ণ সাগরে ইউক্রেনীয় বন্দরে চলাচলকারী সমস্ত জাহাজকে সামরিক পণ্যসম্ভাবের সম্ভাব্য বাহক হিসেবে গণ্য করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, এই ধরনের জাহাজ যে দেশগুলো ব্যবহার করবে কিয়েভ শাসনের পক্ষে ইউক্রেনের সংঘাতে জড়িত বলে বিবেচিত হবে। বুধবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ইউক্রেনের জন্য নতুন একটি ১৩০ কোটি ডলারের নিরাপত্তা বিষয়ক থোক সহায়তা ঘোষণা করেছে। এই থোক সহায়তার মধ্যে রয়েছে, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য চারটি উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার সাথে ক্ষেপণাস্ত্র পরিস্কার করার সাজসরঞ্জাম এবং গোলা বারুদ। সমর বিশ্লেষকরা বলছেন, জুনের শুরুতে পাল্টা আক্রমণ শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইউক্রেন প্রায় ২৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে। কিন্তু রাশিয়া বিশাল বিস্তৃত ভূমির নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

সম্পাদকীয়

চীন যুক্তরাষ্ট্র কেউ কি কারও কথা শোনে?

একটি দৃশ্য কল্পনা করুনঃ চীন ও মেক্সিকো সামরিক জোট গড়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে যাওয়া ৩১৪৫ কিলোমিটারের সীমান্তে সেই জোট সামরিক প্রশিক্ষণ ও মহড়া দিচ্ছে। এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি বটে কিন্তু বাস্তবেই সেই ধরনের দৃশ্যের অবতারণা হতে হয়তো খুব বেশি দেরিও নেই। কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও রাশিয়া মেক্সিকোতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে (বিশেষ করে খনি, জ্বালানি ও প্রযুক্তি খাতে) বহুগুণ। এই মুহূর্তে চীন ও রাশিয়া মেক্সিকোর প্রধান দুটি বাণিজ্যিক অংশীদার। এ অবস্থায় ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে? কিউবায় চীন একটি সামরিক ঘাঁটি গড়তে পারে বলে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে যেসব খবর বেরিয়েছে (যদিও এ খবরের সত্যতা হাভানা অস্বীকার করেছে), সেগুলো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু সূত্র মিলবে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে জন্ম নেওয়া রাশিয়া বেশ কিছু দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায়, ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়েছে। এরপর রাশিয়া ২০০৮ সালে জর্জিয়ায় এবং ২০১৪ সালে একবার এবং ২০২২ সালে আবার ইউক্রেনে হামলা করেছে। এ ছাড়া তারা সিরিয়াসহ অন্য দেশগুলোতে ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রও একইভাবে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে বা সরকার পরিবর্তনের জন্য রাশিয়ার চেয়ে নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রবান্ধব শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বা বৈরিভাবাপন্ন দেশগুলোতে সরকার ফেলে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছে। আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, গুয়াতেমালা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, নিকারাগুয়া, পানামা এবং ওই অঞ্চলের আরও ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম গোলার্ধের পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ছিল কিউবা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে শেষ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর প্রভাব কীভাবে আরোপ করে একটি দেশকে বিপদে ফেলতে পারে, কিউবা তার বড় উদাহরণ। প্রভাব বলয় বিস্তার প্রশ্নে দুই দেশই আপসহীন রয়ে গেছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদী নেতারা দার্শনিক মার্টিন বুবারের ভাষায় 'সংলাপের নামে স্বগতোক্তি' করে থাকেন। বুবার এ ধরনের আলাপকে সংলাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো একটি স্থানে বৈঠক করেন প্রত্যেকে অদ্ভুতভাবে কটূক্তিপূর্ণভাবে ও ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একই কথা বলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার মতো করে কথা শেষ করেন।' অর্থাৎ কেউ কারও অবস্থান থেকে সরেন না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কারণে শিল্পায়ন ভেঙে পড়া ও ভাষাগত বিলুপ্তির শিকার হওয়া দেশের আরেকটি বড় উদাহরণ হলো হাওয়াই। ১৯৫৯ সালের ২১ আগস্ট আমেরিকা হাওয়াইকে তার ৫০তম অঙ্গরাজ্য বানানোর আগে সেখানে যে সমৃদ্ধি ছিল, তা পরবর্তীকালে শেষ হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশের আগে হাওয়াইয়ের আইওলানি প্রাসাদে বৈদ্যুতিক বাতি ছিল, যা তখন হোয়াইট হাউসে ছিল না। সে সময় হাওয়াইতে বিদ্যুৎ ছিল, সরকারি গণপরিবহন ছিল, রেলপথ ছিল। সে সময় হাওয়াই ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হারবিশিষ্ট দেশ। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের ওপর দৃষ্টি ফেলে ইউনিভার্সিটি অব বার্কলের একটি ব্লগে প্রকাশ করা ইউরি গোরোদনিচেঙ্কো ও অন্য অর্থনীতিবিদদের একটি বহুল আলোচিত খোলা চিঠিতে লেখকেরা বলেছেন, 'প্রভাববলয়' গড়ে তোলার ধারণা একটি প্রাচীনপন্থী ধারণা। তাঁদের মতে, 'রাজাবাদশাহ বা সাম্রাজ্যের আমলে এই ধারণা উপযুক্ত ছিল। এই ধারণা আধুনিক যুগের জন্য নয়।' সেই ধারণা মেনে নিয়ে, সেটি বেছে বেছে রাশিয়া ও চীনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা অনেকাংশেই তার নিরপেক্ষতা হারায়। কেননা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৮০টি দেশে সাড়ে সাত শ সামরিক ঘাঁটি বসানোর সুবাদে যে প্রভাব বলয় গড়ে তুলেছে, তা তার 'নিজ গোলার্ধ'কেও ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও ন্যাটোর আদলে পশ্চিমা সামরিক তৎপরতা বাড়ানো হচ্ছে, যা অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জোট অকাস গঠনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এই জোট যে চীনকে নিশানা করে করা হয়েছে, তা সবার কাছে স্পষ্ট। এ ছাড়া আছে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট কোয়াড, যেটি হংকং ও তাইওয়ানের ওপর চীনের প্রভাবকে প্রতিহত করে যাচ্ছে। অথচ হংকং ও তাইওয়ানকে চীন ঐতিহাসিকভাবে নিজের এলাকা বলে মনে করে।

পরমাণু বোমার জনক কে এই রবার্ট ওপেনহাইমার?

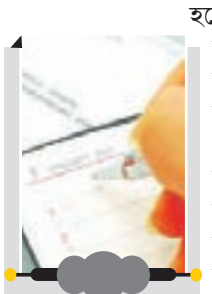

সোমা গুই
প্রাবন্ধিক

পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যে প্রকল্প হাতে নিয়েছিল তার নাম ছিল 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট' আর সেই বোমা তৈরির প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার। তাকে নিয়ে হলিউডে তৈরি একটি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে শুক্রবার, আর সে কারণেই এই বিজ্ঞানীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন করে আগ্রহ। জাপানের দুটি শহরে এই বোমা ফেলার পর যে বিপুল প্রাণহানি আর ধ্বংসলীলা ঘটেছিল তা এই বোমা তৈরির সময়ই অনুমান করেছিলেন ওপেনহাইমার, গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, তিনি এখন সাক্ষাৎ মৃত্যু আর বিশ্ব ধ্বংসকারীতে পরিণত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের ইয়োর্নাদা দেল মুয়ের্তো মরুভূমি। সেদিন ১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালের ভোরবেলা, সেখানে বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হতে যাচ্ছে - যার সাংকেতিক নাম ট্রিনিটি। বিস্ফোরণস্থল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে একটি কন্ট্রোল বাংকারের ভেতরে কাউন্টডাউনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এ প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী ও পরিচালক রবার্ট ওপেনহাইমার।

তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তার ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে।

পাঁচ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা ওপেনহাইমার চিরকালই ছিলেন হালকাপাতলা।

কিন্তু ম্যানহাটান ইঞ্জিনিয়ার ডিস্ট্রিক্টের বৈজ্ঞানিক শাখা 'প্রজেক্ট ওয়াই' - যারা বোমাটির ডিজাইন তৈরি করেছিল - তার পরিচালক হিসেবে তিন বছর কাজ করার পর তার ওজন আরো কমে গিয়ে ৫২ কেজিতে নেমে এসেছিল। আরো শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের আগে তিনি ঘুমিয়েছিলেন মাত্র চার ঘণ্টা। একদিকে দুশ্চিন্তা, আরেক দিকে ধূমপানজনিত কাশি - তাকে জাগিয়ে রেখেছিল।

ওপেনহাইমারের জীবনে ১৯৪৫ সালের সেই দিনটি ছিল তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর অন্যতম।

তার ওপর ২০০৫ সালে আমেরিকান প্রমিথিউস নামে একটি জীবনীগ্রন্থ লেখেন ইতিহাসবিদ কা বার্ড আর মার্টিন জে শেরউইন। হলিউডে ওপেনহাইমার নামে যে ছবি যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে শুক্রবার - তা রচিত হয়েছে এ বইটিকে ভিত্তি করেই।

বিস্ফোরণের কাউন্টডাউন শুরু হবার মুহূর্তে ওপেনহাইমারকে দেখছিলেন পাশে থাকা একজন সামরিক কর্মকর্তা। বার্ড আর শেরউইন বর্ণনা করেন, সেই জেনারেলটি বলছিলেন শেষ কয়েকটি সেকেণ্ডে ড. ওপেনহাইমার যেন আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলেন, তার শ্বাস পড়ছিল না।

তার পরই ঘটলো সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তার ঔজ্জ্বল্য সূর্যকেও ম্লান করে দিল। একুশ কিলোটন টিএনটির ক্ষমতাসম্পন্ন সেই বিস্ফোরণ ছিল তখন পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম।

এর ফলে যে শকওয়েভ বা বাতাসের ঝাপটা তৈরি হয়েছিল তা ১০০ মাইল দূর থেকেও অনুভব করা গিয়েছিল। প্রচণ্ড গর্জনে মরুভূমি কেঁপে উঠলো, আকাশে পাকিয়ে উঠলো মাশরুম আকৃতির মেঘ।

ওপেনহাইমারের মুখে এবার এক বিরাট স্বস্তি ফুটে উঠলো।

কয়েক মিনিট পর ওপেনহাইমারের বন্ধু ও সহকর্মী ইসিডোর রাবি দেখলেন, তিনি হেঁটে যাচ্ছেন।

আমি কখনো তার সেই হাঁটার দৃশ্য ভুলবো না, ভুলবো না যেভাবে তিনি গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। সেটা ছিল 'হাই নুন' ছবির মতো একটা দৃপ্ত ভঙ্গী - যাতে ফুটে উঠছিল যে তিনি তাকে দেয়া কাজটা করতে পেরেছেন ।

আমি এখন সাক্ষাৎ মৃত্যু, বিশ্ব ধ্বংসকারী

বেশ কিছুকাল পরে ১৯৬০-এর দশকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার গভীরতর অনুভূতির কথা জানিয়েছিলেন ওপেনহাইমার।

তিনি বলেছিলেন, বিস্ফোরণের পরপরই তার মনে পড়েছিল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভাগবত গীতার একটি লাইন - এখন আমি পরিণত হয়েছি সাক্ষাৎ মৃত্যুতে, বিশ্ব ধ্বংসকারীতে। তার বন্ধুদের কথায়, পরবর্তী দিনগুলোতে ওপেনহাইমারের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা ভর করেছিল। একজন বলেছেন, রবার্ট চুপচাপ আর আনমনা হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে জানতো কী ঘটতে যাচ্ছে।

একদিন তাকে জাপানীদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে বিড়বিড় করতে শোনা যায়। তিনি বলছিলেন, 'আহা ওই ছোটখাটো বেচারা লোকগুলো, ওই ছোটখাটো বেচারা লোকগুলো!

কিন্তু কয়েক দিন পরই তার হাবভাব আবার পাল্টে যায়। সামরিক নেতাদের সাথে কথা বলার সময় তিনি বারবার তাদের বলে দিচ্ছিলেন যেন বৃষ্টি বা কুয়াশার সময় বোমাটা ফেলা না হয়, বা খুব বেশি উঁচুতে বিস্ফোরণ ঘটানো না হয় - তাহলে ততটা ক্ষয়ক্ষতি হবে না।

হিরোশিমায় সফলভাবে বোমা ফেলার পর সহকর্মীদের সামনে তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে যে ভঙ্গী করেছিলেন - তা ছিল বিজয়ী যোদ্ধার মতই।

ওপেনহাইমার ছিলেন ম্যানহাটান প্রজেক্টের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। পরমাণু বোমাকে বাস্তবে রূপদানে তার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধপরবর্তীকালে তার এক সহকর্মী জেরেমি বার্নস্টাইন বলেছেন, লস আলামোসের ওই প্রকল্পে যদি ওপেনহাইমার না হয়ে অন্য কেউ পরিচালক হতেন তাহলে যুদ্ধ শেষ হতো ঠিকই - তবে পারমাণবিক বোমা ছাড়া । এই বোমা সফলভাবে তৈরির ব্যাপারে ওপেনহাইমারের প্রতিক্রিয়া ছিল বিচিত্র।

এক এক সময় তার মধ্যে যেমন উত্তেজনা আর উচ্চাভিলাষী মনোভাব দেখা গিয়েছিল - তেমনি ছিল বিষাদ ও গ্লানি।

একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হলেও তার মধ্যে দেখা গেছে একজন বড় নেতার গুণাবলী ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। ওপেনহাইমারের চরিত্রে এই স্ববিরোধিতা নাকি অল্প বয়স থেকেই ছিল - এবং এজন্য তার বন্ধু ও জীবনীকারদের কাছে তিনি ছিলেন একটা ধাঁধাঁ হয়ে। ওপেনহাইমারের জন্ম নিউইয়র্কে ১৯০৪ সালে - জার্মানি থেকে অভিবাসী হয়ে আমেরিকায় আসা এক ইহুদি পরিবারে। কাপড়ের ব্যবসা করে তারা বিত্তশালী হয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের আপার ওয়েস্ট সাইডে তাদের বড় অ্যাপার্টমেন্টে ছিল তিনজন কাজের মেয়ে, একজন ড্রাইভার -আর বাড়ির দেয়ালে শোভা পেতো ইউরোপিয়ান শিল্পীদের আঁকা ছবি।

বিলাসিতার মধ্যে বড় হয়েও ওপেনহাইমার ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান কিন্তু অত্যন্ত লাজুক। সবাই বুঝে গিয়েছিল যে এই ছেলেটি অন্যদের মত না হলেও সবার ওপরে, বলেন একই স্কুলে পড়া এক বন্ধু ।

নয় বছর বয়সে ওপেনহাইমার গ্রিক ও লাতিন দর্শন পড়ছিলেন, আর আগ্রহী ছিলেন খনিজ পদার্থে। তার লেখা চিঠি পড়ে নিউইয়র্কের মিনারেলজিক্যাল ক্লাব ভেবেছিল তা হয়তো বয়স্ক কারো লেখা।

খেলাধুলায় তার কোন আগ্রহ ছিল না, অন্য ছেলেরা তাকে ক্ষ্যাপাতো। কিন্তু তার বাবামা নিশ্চিত ছিলেন যে তাদের ছেলে অত্যন্ত প্রতিভাবান।

ওপেনহাইমার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন পড়েন, এর পর স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেন ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে।

তার স্পর্শকাতর ও উদ্ধত ব্যক্তিত্ব এ সময় তার জন্য নানা সমস্যার কারণ হয়।

কেমব্রিজে তিনি এমন এক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন যা তার জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারতো।

তার টিউটর চাইতেন ওপেনহাইমার যেন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন, কিন্তু তা তার মোটেও পছন্দ ছিল না। একদিন তিনি একটা আপেলের ভেতর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ভরে তার টিউটরের ডেস্কে রেখে দিল। সৌভাগ্যবশত টিউটর আপেলটি খাননি, কিন্তু ওপেনহাইমারের কেমব্রিজে পড়াই এ জন্য ঝুঁকির মুখে পড়লো। শেষে তাকে থাকতে দেয়া হলো এই শর্তে যে তিনি মনোবিজ্ঞানীর কাছে যাবেন।

সেই সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, ওপেনহাইমারের সাইকোসিস আছে, কিন্তু চিকিৎসা করে এটা সারবে না।

ওপেনহাইমারে পরে বলেছেন যে তিনি সেবার বড়দিনের সময় আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছিলেন।

পরের বছর এক বন্ধু তার বান্ধবীর কাছে প্রেম নিবেদন করেছেন বলে জানালে ওপেনহাইমার তাকে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করেন।

তার জীবনীকাররা বলেন, সাইকিয়াট্রি তাকে যে মানসিক শুশ্রূষা দিতে পারেনি - তা তিনি পরবর্তীকালে পেয়েছিলেন সাহিত্য পাঠ করে।

এ সময় থেকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠ তার সারা জীবনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানিতে ১৯২৬ সালে গোয়েটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের সাথে দেখা করেন ওপেনহাইমার, আর তিনিই চিহ্নিত করেন যে ওপেনহাইমারের একজন তাত্ত্বিক হবার প্রতিভা রয়েছে।

তাকে এ ইনস্টিটিউটে পড়তে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ওপেনহাইমার পরে বলেছেন এর মাধ্যমেই পদার্থবিজ্ঞানে তার আগমন। এখানে পিএইচডি ও ফেলোশিপ করার মধ্যে দিয়ে অন্য তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সাথে তার আলাপপরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। এদের অনেকেই পরে আবার লস অ্যালামোসে তার সাথে কাজ করেছেন।

আমেরিকায় ফিরে ওপেনহাইমার অধ্যাপনা শুরু করেন প্রথম হার্ভার্ডে, পরে বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ।

এখানকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তিনি একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এসময়ই হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রতি তার আগ্রহ জন্মায়, এবং ভাগবত গীতা পড়ার জন্য তিনি সংস্কৃত শেখেন।

গীতায় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের কাহিনি তাকে পরমাণু বোমা তৈরির প্রকল্পে কাজ করার দার্শনিক পশ্চাৎপট তৈরি করে দেয় - যাতে কর্তব্য ও নিয়তির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, এর পরিণাম যাই হোক না কেন, তাকে কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা চলে না।

তিনি ১৯৩২ সালে তার ভাইকে লেখা এক চিঠিতে গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, যুদ্ধের সময় এ দর্শনকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ওপেনহাইমার ১৯৪০ সালে জীববিজ্ঞানী ক্যাথরিন কিটি হ্যারিসনকে বিয়ে করেন।

পরমাণু অস্ত্রের হুমকি সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের আগে বিজ্ঞানীরাই সচেতন হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন প্রথম মার্কিন সরকারের নেতাদের কাছে এ নিয়ে এক চিঠি লিখেছিলেন।

পরে ১৯৪২ সাল নাগাদ এটা স্পষ্ট হয় যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব এবং এতে ওপেনহাইমারের দলেরও অবদান ছিল। এজন্য পরিকল্পনা তৈরি হতে থাকে তখন থেকেই।

প্রথম যখন বোমা তৈরির প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী হিসেবে ওপেনহাইমারের নাম প্রস্তাব করা হয়, তখন বেশ কিছু আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু তার জ্ঞান এবং বিশ্বস্ততা ও উচ্চাভিলাষের কারণে ম্যানহাটান প্রকল্পের সামরিক নেতা জেনারেল লেসলি গ্রোভস তাকে নেবার পক্ষেই মত দেন।

যুদ্ধের পর পরমাণু বোমা সম্পর্কে ওপেনহাইমারের মত পাল্টে গিয়েছিল । তিনি একে ত্রাস ও আক্রমণের যন্ত্র এবং অস্ত্র নির্মাণ শিল্পকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে তিনি বলেছিলেন, আমার মনে হয় যেন আমার হাতে রক্ত লেগে আছে। প্রেসিডেন্ট পরে বলেছিলেন, আমি ওকে বলেছিলাম রক্ত লেগেছে আমার হাতে - ওটা নিয়ে আমাকেই ভাবতে দাও। গীতায় আছে যে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না কারণ তাহলে তাকে তারই স্বজনদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তাকে অস্ত্র ধরতে উৎসাহ দিয়ে বলেন, যারা মারা যাবে তাদেরকে তিনি আগেই মেরে রেখেছেন, অর্জুন হবেন তার যন্ত্র মাত্র।

অস্ত্র তৈরির সময় ওপেনহাইমার তার সহকর্মীদের বলতেন - পরমাণু বোমা ব্যবহৃত হলে কী হবে তা বিজ্ঞানীদের বিষয় নয়, তাদের দায়িত্ব তাদের কাজ করা।

সাময়িকী

শিশুকে কোন গল্প শোনাবেন?

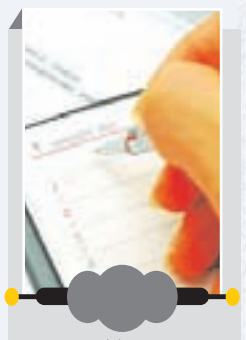

শ্যামল
কলামিস্ট

প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই নানিদাদি অথবা প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়। কখনো ভূতের গল্প, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কাহিনি, লোকায়ত গল্প, পূর্বপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিশুর মানসিক বিকাশে গল্পের প্রভাব কতখানি? এই প্রভাব কি ইতিবাচক না নেতিবাচক?

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। প্রতিটি গল্প শিশুর মনে ভিন্ন ভিন্ন কল্পচিত্র তৈরি করে, মস্তিষ্কে নিউরাল সংযোগায়ন বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নতুন নতুন শব্দ ও উপমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা তার ভাষাজ্ঞান এবং শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

গল্প শোনার সময় শিশু তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে। গল্পের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চরিত্র শিশু তার আপন মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করে। এমন অনেক বিষয়ও কল্পনা করে, যা শিশু চোখেও দেখেনি। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি শাণিত হয়, ভাবনার জগৎটা প্রসারিত হয়। পূর্বসূরিদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে গল্প বললে, এটা তাকে অতীত সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে। শিশু হয়তো ভাবতে পারে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন ছাড়া কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করত। এটা তার কাছে অসম্ভবই মনে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ওই সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়াও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ কীভাবে আপনজনকে জানানো হতো, কেউ বিদেশে গেলে কীভাবে যোগাযোগ করত? এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন গল্প বলবেন, তা শিশুর কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে শাণিত করবে। শিশুকে যদি মহামানব ও সফল মানুষদের গল্প শোনান, তার মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন সফলতার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটা যখন শিশু জানবে, তখন সেও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের নানা কৌশল রপ্ত করতে শিখবে। সফল মানুষজন কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন, তা যদি শিশুর জানা থাকে, তাহলে শিশুও প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় রপ্ত করতে শিখবে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পর্দার আড়াল থেকে চালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলি সঞ্চারিত করা সম্ভব। ধরুন, শিশুকে মীনা ও রাজুর গল্প শোনাচ্ছেন। মীনা ও রাজু প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে ঘরের কাজে মাবাবাকে সহযোগিতা করে, উঠান পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখে, গাছ লাগায়, অন্যকে সহযোগিতা করে ইত্যাদি। বারবার যদি এ ধরনের গল্প শোনাতে পারেন, কিছুদিন পরে আপনার শিশুর মধ্যেও এই গুণগুলো দেখতে পাবেন।

ধর্মীয় গল্প ও ঈশপের গল্প শোনালে নৈতিকতা জাগ্রত হবে, সাহসী মানুষের গল্প শোনালে শিশুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে, বিজ্ঞানীদের গল্প শোনালে আবিষ্কারের ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে? দানবীর ও মহান মানুষদের গল্প শোনালে মানবিকতা জাগ্রত হবে রূপকথার গল্প শোনালে কল্পনাশক্তি শাণিত হবে পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানলে শিশুর আত্মধারণা সমৃদ্ধ হবে এবং সফলতার গল্প শোনালে শিশুও বড় কিছু হতে চাইবে। অর্থাৎ গল্প বলার মাধ্যমে আপনি শিশুর মধ্যে অনেক ভালো গুণ সঞ্চারিত করতে পারবেন।

এই সুযোগটিকে যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে চমৎকার কিছু ফল পাবেন। গল্পের মাধ্যমে আদবকায়দা, নৈতিক শিক্ষা, করণীয়বর্জনীয়, দায়িত্ববোধ, এমনকি পড়াশোনাও শেখাতে পারবেন। শিশুরা যেহেতু গল্প এবং খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়।

জানা অজানা

সকলি তোমার ইচ্ছা

একদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিনেশ্বর ভবতারিনী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গনে আপন মনে গান গাইছেন, সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।।
সামনে রানী রাসমণির জামাই মথুর বাবু ছিলেন।ঠাকুরের গান শুনে বললেন,,, না,বাবা,তিনি যা খুশী তা করতে পারেন না।ভগবান কেউ নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঠাকুর বললেন, তা কেন হবে গো,তিনি তো ইচ্ছা ময়।তার যা ইচ্ছা তাই তিনি করতে পারেন।
—আমি তা মানি না।
—কেন?
—সবই যদি তার ইচ্ছা হয় তাহলে কি এই লাল জবা গাছে সাদা জবা ফুটতে পারে?
—কেন,ফুটবে না মথুর, মায়ের যদি ইচ্ছা হয় তবে লাল জবা গাছেও সাদা জবা ফুটতে পারে।
—আমি তা মানি না, প্রমাণ চাই।
ঠাকুর চুপ হয়ে গেলেন।কিছুদিন পর দেখা গেল, একটা লাল জবা গাছের ডালে, একটা সাদা জবা ও ফুটেছে।ঠাকুর মথুর বাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তা দেখালেন ও বললেন, আমি বলে ছিলাম না মথুর, মায়ের যদি ইচ্ছা হয় তা হলে লাল জবা গাছে ও সাদা জবা ফুটতে পারে, এই দেখ তার প্রমান।
মথুর বাবু দেখে চুপ হয়ে গেলেন ও বললেন, বাবা মায়ের ইচ্ছায় নয় তোমার ইচ্ছায়।সত্যি করে বলো বাবা, তুমি কে?
ঠাকুর বললেন, সময় হলে ঠিক জানতে পারবে।ঠাকুরের কথা সত্যি হয়েছিল।মথুর বাবু কে একদিন ঠাকুর তার মধ্যে শিব ও শক্তি কে দেখিয়ে ছিলেন।
এইভাবে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তদের তার স্বরূপ দেখিয়েছেন ,ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছেন ও মনের অন্ধকার দুর করেছেন।ঠাকুর একাধারে গুরু ও ইষ্ট দুই।

পাঠকের চিঠি

লজ্জাই হলো নারীর ভূষন -মা সারদা

সারদা মা বলতেই একজন ভারতীয় নারীর প্রকৃত রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠে।পরনে লাল পেড়ে শাড়ি, মাথায় ঘোমটা,সিঁথিতে সিন্দুর,কপালে লাল টিপ,হাতেবালা,শাঁখা,নোয়া,আলতা পরা দুটি পা, যেনএক করুনা ময়ী,দয়াময়ী,পতিব্রতা নারী ও মা।মায়ের শরীরে অন্য কোনো আর অলংকার নেই তবু যেন মায়ের রূপে জগৎ আলো হয়ে আছে।সারদা মা বলেছেন,,, বিবাহিতা নারীর অন্য কোনো অলংকারের দরকার হয় না।লজ্জাই হলো নারীর ভূষন।মেয়েরা হাটুর উপরে কাপড় উঠাবে না। হাটুর উপরে কাপড় তুললে উলঙ্গ মানা হয়।
আজ আধুনিকতার নামে বিবাহিত নারীরা শাখা,সিন্দুর,আলতা, নোয়া,শাড়িকে পরাধীনতার চিন্হ বলে মনে করছে।তাই আজ তারা শাড়ির পরিবর্তে জামা,পেঃট,জিন্স,গেঞ্জি পরছে।শাঁখা, সিন্দুর আলতা পরা ছেড়ে দিচ্ছে।পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলা মেশা করে ফুর্তি করছে ও নিজেদের কে আধুনিক নারী বলে জাহির করতে চাইছে অথচ আজ ও অনেক নারী, অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কার,জাতপাত,ছুয়াছুত,কুপ্রথা আদির উপরে উঠতে পারে নি।আর লজ্জা পটাব

বরাক উপত্যকা সহ ১৩ টি জেলার ৬৩ বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ৪০০ এর অধিক দল সংগঠন ব্যক্তির ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার শুনানিতে অংশগ্রহণ

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে খসড়ার স্বপক্ষে বিপক্ষে দাবি, আপত্তি, পরামর্শ, মতামত দাখিল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের শুনানি অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার শুনানির দ্বিতীয় দিন বরাক উপত্যকা সহ ১৩ টি জেলার ৬৩ বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ৪০০ এর অধিক দল সংগঠন ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। কমিশনের সম্মুখে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে আসা দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষ খসড়ার স্বপক্ষে বিপক্ষে দাবি, আপত্তি, পরামর্শ, মতামত দাখিল করেছেন। এমনকি রাজনৈতিক দলের বিধায়ক এবং নেতারা নিজেদের দল থেকে পৃথকভাবে নিজস্ব ভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে নানা আপত্তি দাবি পরামর্শ এবং মতামত নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৩ টি জেলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ, মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহ এবং ৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল নির্বাচন কমিশনের সামনে সরাসরি ভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার সময় অধিকাংশ দল সংগঠন সামগ্রিকভাবে খসড়ার স্বপক্ষে মতামত দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছিল। তবে এর মধ্যেও দল সংগঠনগুলোর ডিলিমিটেশনের খসড়ার সামান্য সংশোধনের দাবিও ছিল। এদিনের শুনানিতেও বরাক উপত্যকার একাংশ দল সংগঠনের পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের বিধায়ক নেতারা এই খসড়ার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একাংশ দল সংগঠন খসড়ার সরাসরি বিরোধিতা করেছে। তবে এর সমর্থনেও বহু দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষ মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে এরমধ্যে অধিকাংশের ছিল সামান্য সংশোধনের দাবি।

বরাক উপত্যকার শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজদীপ রায় নিজের দলবল নিয়ে এদিন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন করিমগঞ্জের ভবিষ্যৎকে কাশ্মীরের অতীত হতে দেওয়া যাবে না। করিমগঞ্জকে এক নতুন কাশ্মীর হিসাবে পরিগণিত করতে না দেওয়ার জন্যই এই লোকসভা কেন্দ্রটিকে তফসিলি জাতিতে সংরক্ষণ করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এই পদক্ষেপ না নেওয়া হলে করিমগঞ্জ কেন্দ্রটি উত্তরপূর্বের এক নতুন কাশ্মীর হয়ে উঠবে। দলের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতি নিয়ে তিনি এদিনের শুনানিতে অংশ নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন সাংসদ রাজদীপ রায়। তিনি বলেন করিমগঞ্জের ভবিষ্যৎ সংক্রান্তে উচ্চতম আইনজীবীর মতামত নিয়ে এই তথ্য নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেছেন তিনি। ফলে করিমগঞ্জকে এক নতুন কাশ্মীর হতে না দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশ নিয়ে নিজের দাবি তুলে ধরেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন বিজেপি সাংসদ রাজদীপ রায়।

এই মূল দাবি নিয়েই সাংসদ রাজদীপ রায় এদিন নির্বাচন কমিশনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সাংসদ রাজদীপ রায় বলেছেন তার নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তিত নয়। তবে নীতিগত ভাবে করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রকে পুনরায় তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন। তাছাড়া এই ক্ষেত্রে খসড়া থাকা নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন তিনি। তবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজদীপ রায়ের সঙ্গে এসেছেন কাছাড় জেলার কংগ্রেস সভাপতি সহ প্রায় ৫০৬০ জনের জল সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তি বিশেষ।

কাছার জেলার পাশাপাশি বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলা থেকেও প্রায় ৬০ জনের একটি প্রতিনিধি দল। এই দলে বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতি প্রতিনিধি ছাড়াও ব্যক্তি বিশেষ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বরাক উপত্যকার এআইইউডিএফ এর এক দুইজন বিধায়ক। তাছাড়া রাইজর দলের হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি কামরুল ইসলাম বড় ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শামসুদ্দিন বড়লস্কর, কংগ্রেসের কাটলীছড়া ব্লক সভাপতি বাচ্চু পাল প্রমুখ। তাছাড়া হাইলাকান্দি জেলা থেকে মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন, বরাক ইন্ডিজিয়াস পিপলস সহ একাধিক দল সংগঠনের নেতারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডিলিমিটেশনের খসড়ার বিরুদ্ধে নিজেদের দাবি আপত্তি এবং পরামর্শ নথিভুক্ত করিয়েছেন।

রাইজর দলের হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি কামরুল ইসলাম বড় ভূঁইয়া বলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে হাইলাকান্দি জেলা থেকে বিধানসভা কেন্দ্র বিলুপ্ত করা হয়েছে। লোকসংখ্যা গণনা অনুযায়ী হাইলাকান্দি জেলার জনসংখ্যা ৫.৪২ লক্ষ থাকলেও সেটা রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন কমিশনের সামনে হাইলাকান্দি জেলার জনসংখ্যা ৫.৩২ লক্ষ হিসাবে তথ্য প্রদান করেছে। মূলত ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই তড়িঘড়ি রাজ্য সরকার হাইলাকান্দি জেলার একাংশ এলাকাকে কাছাড় জেলার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে হাইলাকান্দি জেলার জনসংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। এদিনের শুনানিতে এই বিষয়টি দেখিয়ে দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি জানান। সভাপতি কামরুল ইসলাম বড় ভূঁইয়া বলেন অসম সরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বরাক উপত্যকা দুটি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তন করেছে। এই বিষয়টি তিনি তীব্র ভাষার নিন্দা জানাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশন যদি তাদের দাবি না মানেন তাহলে ভবিষ্যতে বরাক উপত্যকায় তীব্র প্রতিবাদী আঃেদালন গড়ে তোলা হবে বলে হুংকার দিয়েছেন রাইজর দলের হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি কামরুল ইসলাম বড় ভূঁইয়া।

একইভাবে সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর বলেন জনসংখ্যা হিসাবে হাইলাকান্দি জেলায় তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র থাকা উচিত। কাটলীছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক রয়েছে দুটি সার্কেল অফিস রয়েছে। তাছাড়া কংগ্রেস সরকার এটাকে মহাকুমা বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করে রেখেছিল। এরপরেও ডিলিমিটেশনের

খসরায় বিপরীত ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। কাটলীছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছেন। বিভিন্ন জাতি উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিরা মিলেমিশে এখানে রয়েছেন। কিন্তু ডিলিমিটেশনের

খসড়ায় যাবতীয় বিষয়গুলো উলটপালট করে দিয়েছে। ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা কাছাড় জেলার গ্রামকে হাইলাকান্দি জেলার বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে করা হয়েছে। বরাক নদীর ওপারে থাকা কাছার জেলার দুটি গ্রামকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল কথা হিন্দুদের হাইলাকান্দি এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে আলগাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাইজর দলের হাইলাকান্দি জেলা সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর।

করিমগঞ্জ জেলা থেকেও একইভাবে ডিলিমিটেশনের খসড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তি বিশেষরা। করিমগঞ্জ জেলা থেকে পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তনের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষের তরফে ২০ টি স্মারকপত্র নির্বাচন কমিশনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার যুব কংগ্রেসের সভাপতি নাসির উদ্দিন ছাড়াও কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা এদিনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছেন। জনৈক বিশ্বজিৎ সিংহ করিমগঞ্জ জেলা থেকে পাথরকান্দি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তনের বিরোধিতা করেছেন। তাছাড়া উত্তর করিমগঞ্জের মিউনিসিপালিটি বোর্ড বদরপুরের পরিবর্তে করিমগঞ্জে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। একই সঙ্গে তিনি বরাক উপত্যকার ১৩ এর পরিবর্তে ১৫ টি বিধানসভা কেন্দ্র বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন। এটা করলে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তিরা দুর্বল হয়ে যাবেন বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তিনি। তবে বরাক উপত্যকার ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন দল সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষ একইভাবে এদিন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবি আপত্তি এবং মতামত তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর বহু বিধায়ক ব্যক্তিগত বিধানসভা কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের শরণাপন্ন হয়েছেন। কংগ্রেসের বিধায়ক বসন্ত দাস, আব্দুর রশিদ মন্ডল, জাকির হোসেন সিকদার, এআইইউডিএফ বিধায়ক নিজামউদ্দিন লস্কর, আমিনুল ইসলাম, আশরাফুল হোসেন, সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার, দলগাও এর বিধায়ক মুজিবুর রহমান, গৌরীপুরের বিধায়ক মিজানুর রহমান, অসম গণপরিষদের বিধায়ক প্রদীপ হাজারিকা প্রমুখ। এই বিধায়কদের অধিকাংশই ডিলিমিটেশনের খসড়ার বিরুদ্ধে স্থিতি নিয়েছেন। এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন ধর্মের ভিত্তিতে গ্রামগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় মেরুকরণ তথা ধর্মীয় মেরু বিভাজন করতে চাইছেন নাকি সেই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন বলে জানান বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন হাইলাকান্দি, নগাঁও সহ বিভিন্ন জেলাকে সি ক্যাটাগরি হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। মূলত হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপরে ভিত্তি করেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু একটি জেলা শুধুমাত্র জন্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। উদাহরণ স্বরূপে নগাঁও জেলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন অন্য জেলাতে উচ্ছেদের বলি হওয়া বিভিন্ন ব্যক্তি এই জেলায় প্রবেশ করেছেন। এর ফলে এই জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এটাকে সি ক্যাটাগরি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

কংগ্রেস বিধায়ক বসন্ত দাস বলেন বিজেপির ইশারায় ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ডিলিমিটেশনের খসড়ায় উদ্দেশ্যপ্রণো দিতে হবে মুসলমানদের ভাগ ভাগ করেবঞ্চিত করে হিন্দুদের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল বলেন ২০০১ সালের উপর ভিত্তি করে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় রয়েছে। গোয়ালপাড়া জেলায় তফসিলি উপজাতির জন্য দুটি আসন সংরক্ষণ করার কোনো যুক্তি নেই। ধর্মের ভিত্তিতে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানের পরিবর্তে ২০০৭ সালের ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া খসড়া অনুমোদন জানানোর জন্য দাবি উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল।

তাছাড়া রাভা হাসং স্বাসিত পরিষদের প্রধান টংকেশ্বর রাভা বলেন রাজ্যের দল সংগঠন নির্বিশেষে ডিলিমিটেশনের খসড়ার স্বাগত জানানো উচিত। কারণ ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের ভূমিপুত্র এবং উপজাতিদের রাজনৈতিক অধিকার ভবিষ্যতের জন্য সুনিশ্চিত হয়েছে। ফলে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই ডিলিমিটেশন অত্যন্ত প্রযোজন। কংগ্রেস, এআইইউডিএফ রাজ্যের ভূমিপুত্র এবং উপজাতিদের পক্ষে রয়েছেন কিনা সেটার প্রমান দিতে হবে। ডিলিমিটেশনের খসড়ার সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস, এআইইউডিএফ কে নিজেদের প্রমাণ দেবার আহ্বান জানিয়েছেন রাভা হাসং স্বাসিত পরিষদের প্রধান টংকেশ্বর রাভা। তবে ডিলিমিটেশনের খসড়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সারা অসম গড়িয়া মরিয়া দেশী জাতি পরিষদ। এই খসড়ার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়নি বলে অভিযোগ জানিয়েছে সংগঠনটি।

উল্লেখ্য এদিন সকাল সাড়ে নটা থেকে দুটা পর্যন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, বঙাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি এবং শোনিতপুর জেলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে নগাঁও, মরিগাঁও এবং ধুবড়ি জেলা সংক্রান্তে শুনানি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া৩ নম্বর প্রেক্ষাগৃহে হাইলাকান্দি, কাছাড়, দরং এবং দক্ষিণ শালমারা জেলা সংক্রান্তে বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ব্যক্তি বিশেষের শুনানি গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিনিধিরা শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের শুনানির অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। আগামীকাল একইভাবে বিভিন্ন জেলা সংক্রান্তে নির্বাচন কমিশনের শুনানি অব্যাহত থাকবে।

বিদেশি চাপ না থাকলে বিএনপি'র আন্দোলন সফল হবে?

ঢাকা ঃ ঢাকার গাবতলীতে গত মঙ্গলবার যখন বিএনপি'র পদযাত্রা কর্মসূচি শুরু হচ্ছিল, ঠিক তখনি সমাবেশের অদূরে প্রায় শ'খানেক শ্রমিকের একটি দল একত্রিত হচ্ছিলেন। তারা সবাই এসেছেন ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে, বিএনপি'র অঙ্গসংগঠন শ্রমিক দলের হয়ে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো, নিকট অতীতে এই প্রথম তারা নিজ এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে সমাবেশে এসেছেন। শ্রমিক দলটির আহবায়ক আহসান পিন্টু বলেন, আমরা এলাকায় থাকতেই পারতাম না। মিছিল তো দূরের কথা। পুলিশ আছে, আওয়ামী লীগের লোকজন আছে। মিছিলের চেষ্টা করলেই হামলা হতো। মি. আহসান বলছেন, এবার তারা এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে এসেছেন। কেউই বাধা দেয়নি। আগে যেমন পুলিশের একটা হয়রানি ছিলো, এখন বিদেশি চাপে হোক বা জনগনের চাপে হোক সেটা নাই। আমরা নিজেরাও আর ভয় করিনা। ঘরে থাকলেও মামলা, আন্দোলন করলেও মামলা। সুতরাং আমরা এখন থেকে এভাবেই আন্দোলনে অংশ নেবো। মি. আহসান সরকারের উপর বিদেশি যে চাপের কথা বলছেন, বাংলাদেশে সেটা গেলো একবছরে বেশ স্পষ্ট হয়েছে। আর এই একই সময়ে বিএনপি'ও রাজপথে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। দুটি মিলিয়ে রাজনীতিতে এমন একটা আলোচনা আছে যে, বিএনপি'র আন্দোলন অনেকাংশেই বিদেশি শক্তিগুলোর চাপের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিদেশী চাপ যদি এভাবে সরকারের উপর অব্যাহত না থাকে তাহলে বিএনপি'র আঃেদালন খুব একটা সফল হবে না। তবে এমন আলোচনার মধ্যেই মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার সাম্প্রতিক সফরকে ঘিরে আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে মার্কিন পক্ষ কোন কথা বলেনি এবং এই সফর থেকে বিএনপি'র কোন অর্জন নেই। কিন্তু এই সফর নিয়ে বিএনপি'র মূল্যায়ন কী? আর দলটির আন্দোলন কতটা বিদেশী শক্তি নির্ভর? বিদেশি শক্তির উপর নির্ভরশীল? ক্ষমতাসীন দলের উপর প্রথমবারের মতো বিদেশি চাপ দৃশ্যমান হয় ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে। সে সময় মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগে র‍্যাবের ছয় কর্মকর্তার উপর স্যাংশন দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিষয়টি সরকারকে বেশ নাড়া দিয়েছিলো। তার পরের বছরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ বিভিন্ন দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে বিএনপি। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে সরকার বিরোধী শক্ত কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারা দলটির বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে ব্যাপক লোকসমাগম দেখা যায়। এরমধ্যেই গেলো মে মাসে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে মার্কিন সরকার। মূলতঃমার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। আর সেই সুষ্ঠু নির্বাচন যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের ও স্বজনদের ভিসা না দেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয় ভিসা নীতিতে। এই ভিসা নীতি ঘোষণার দুই মাসের মধ্যেই সরকার পতনের একদফা আন্দোলন শুরু করেছে বিএনপি। মূলত ঃ র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞার পর ভিসা নীতি এবং বিদেশি চাপে সরকার নমনীয় হওয়ায় বিএনপি বড় আন্দোলনে যেতে পারছে এমন আলোচনা আছে রাজনীতিতে। একই সঙ্গে পশ্চিমা চাপ না থাকলে বিএনপি কতটা মাঠে সুবিধা করতে পারবে তা নিয়েও আছে প্রশ্ন। যদিও বিএনপি বলছে, পশ্চিমা চাপ নয়, তাদের শক্তি জনগন। দলটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা বলেন, যখন আইনশৃংখলা বাহিনী কর্মীদের উপর গুলি করা বন্ধ করে তখন এটা বিএনপি'র জন্য সুবিধাজনক তো বটেই। কিন্তু বিএনপি'র আন্দোলন এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। একই কথা বলছেন, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিদেশি চাপ নিশ্চয়ই কর্মীদের উৎসাহিত করে। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু সেটার উপর আমাদের নির্ভরশীল নই। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছে জনগনের শক্তিকে একত্রিত করার উপর। উজরা জেয়ার সফরে কী পেল বিএনপি? বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময় পশ্চিমাদেশগুলোর তেমন কোন চাপ না থাকলেও এবারের নির্বাচনের বেশ আগেই পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিকরা একের পর এক আসছেন ঢাকা সফরে। এরমধ্যে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড় ধরণের সফর হয়েছে মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া নেতৃত্বে। সফরে মার্কিন এই প্রতিনিধি দলের বক্তব্য কী হয় তা নিয়ে আগ্রহ ছিলো আওয়ামীলীগবিএনপি দুই দলের মধ্যেই। তবে সফরে আসা দলটি বিএনপিসহ বিরোধী কোন দলের সঙ্গেই যেমন দেখা করেনি, তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিংবা সংলাপ নিয়েও চাপ সৃষ্টি করেনি সরকারের উপর। ফলে এই সফর নিয়ে বিএনপি'র তরফে খুব একটা উচ্চবাচ্য নেই। অন্যদিকে, বিএনপি'র দাবি কেউ শুনছে না এমন বক্তব্য এনে বিএনপিকে কটাক্ষ করছে আওয়ামী লীগও। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তার ভাষায় আমেরিকানরা বিএনপিকে দিয়েছে ঘোড়ার ডিম। তবে বিএনপি'র মূল্যায়ন ভিন্ন। দলটির সূত্রগুলো বলছে, উজরা জেয়ার সফরে মার্কিন প্রতিনিধি দল কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই বৈঠক করেনি। তাদের বৈঠক হয়েছে সরকারের সঙ্গে। কিন্তু মার্কিন এই দলটি যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি'র দাবির বিষয়ে কোন কিছু বলেনি, সেটা বিএনপি'র জন্য কতটা হতাশাজনক? এমন প্রশ্নে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলছেন, এখানে হতাশার কোন প্রশ্নই নেই। কারণ মার্কিন প্রতিনিধিদল তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামীলীগ সরকারকে চাপ দেবে এমন আশা বিএনপি করেনি। তিনি বলছেন, বিদেশি রাষ্টগুলো কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলবে? ওরা তো কোন সময়ই এটা বলেনি। আমরাও এটা প্রত্যাশা করিনি। এটা তো তারা বাইরে থেকে এসে বলবে না যে, কোন সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু তারা স্পষ্ট করে এটা বলেছে, আন্তর্জাতিক মানের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা। বাংলাদেশে কিন্তু এমন নির্বাচন হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই। বিএনপি মনে করছে, মার্কিন প্রতিনিধিদল সফরে এসেছে মূলত সরকারের সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে। কূটনৈতিকভাবে তাদের যা বলার সেটা তারা সরকারকেই বলে দিয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ এখন সরকারকেই নিতে হবে। এর সঙ্গে বিএনপি কী অর্জন করলো, না করলো তার কোন সম্পর্ক নেই। দলটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা বলছেন, মিডিয়ার সামনে যে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তারা দিয়েছেন, ঠিক সেটাই যে সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, তাদের (মার্কিন প্রতিনিধিদল) সকল বার্তাই ছিলো সরকারকে উদ্দেশ্য করে। কারণ তারা জানে বাংলাদেশের মাটিতে নির্বাচন সুষ্ঠু হবার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। সে কারণেই তারা বিশ ঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে আমেরিকা থেকে এ দেশে উড়ে এসেছে। বিদেশিদের ভূমিকা যেমনই হোক, বিএনপি যে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটানোর মতো শক্তি বিএনপি'র আছে কিনা সেটা সংশয় আছে অনেকেরই। নির্বাচনের যখন আর ছয় মাসের মতো সময় বাকি আছে তখন পদযাত্রার পর বিএনপি'র পরবর্তী কর্মকৌশলই বা কী হবে সেটা নিয়েও আছে আলোচনা। তবে বিএনপি বলছে, সরকার বিরোধী সব দলকে নিয়ে তাদের কর্মসূচিতে এখন জনসম্পৃক্ততা আরো বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। চূড়ান্ত আন্দোলন আসবে ধাপে ধাপে, পরিবেশপরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। তীব্র আন্দোলন কখনো ছয় মাস ধরে হয় না। তীব্র আঃেদালন কয়েকদিনের হয়। সেই তীব্র আন্দোলনের জন্য যা করা দরকার সেটাই আমরা এখন করছি। বলছিলেন রুমিন ফারহানা। বিএনপি আপাতত ঃ জোর দিচ্ছে রাজপথে ধারাবাহিক উপস্থিতির উপর। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ থেকে আসছে পাল্টা কর্মসূচি। দুই পক্ষের এমন কর্মসূচি কোথাও কোথাও সংঘাতেরও জন্ম দিচ্ছে। বিএনপি একদফা'র আন্দোলন কিভাবে এগিয়ে নেবে, সরকারই বা সেটাকে কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং বাংলাদেশের উপর বিদেশি চাপ শেষপর্যন্ত কোন রূপ নেবে -এমনসব প্রশ্নের যখন নির্দিষ্ট উত্তর নেই তখন দুই দলের মধ্যে আলোচনার অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করবে বলেই মনে হচ্ছে।

মনিপুরে দুজন মহিলাকে দিনদুপুরে উলঙ্গ করে দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং প্রদর্শন করা ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির

এই ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই বলে মন্তব্য সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ভয়াবহ এবং লজ্জাজনক ঘটনা। যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সারাদেশ উত্তাল। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি মনিপুর সংক্রান্তে নিজের নীরবতা ভেঙ্গে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। মনিপুরে দুজন মহিলাকে দিনদুপুরে উলঙ্গ করে দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং প্রদর্শন করা ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটি। এই ঘটনার নিন্দা জানানোর ভাষা নেই বলে মন্তব্য করেছেন এই মহিলার সংগঠনের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের জি এস রোড তরুণ নগরের স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী বলেন অতি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মনিপুরে দুইজন মহিলাকে দিনদুপুরে উলঙ্গ করে দলবদ্ধ ধর্ষণ, প্রদর্শন করে পৈশাচিকভাবে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে সেটা সভ্য সমাজের বিবেক দংশন করার পাশাপাশি মানবীয় প্রতিটি মূল্যবোধকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। এই ঘটনাকে নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই। এটা সরাসরি ভাবে ভারতীয় জনজীবনের সর্বাধিক ঘৃণনীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেটা ভারতীয় সংস্কৃতির সব ধরনের সূর্য বীর্য এবং মর্যাদাকে পা দিয়ে মচকে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সমাজকে বিশ্বের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী বলেন এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী মণিপুরের রাজ্য প্রশাসন। এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে সেটাই এক বৃহৎ প্রশ্ন। কারণ ৭৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর দোষীকে গ্রেফতার না করে সম্পূর্ণ ঘটনাটি লুকিয়ে রাখতে চাওয়া সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। ফলে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে মনিপুর সরকার ভঙ্গ করে সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার দাবি উত্থাপন করছে বলে জানিয়েছেন সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী।

ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় মারুফার বোলিং দেখার অপেক্ষায় মান্ধানা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাংলাদেশ নারী দলের স্পিন শক্তি নিয়ে অনেক কথা শোনা যায়। নিজেদের স্পিন আক্রমণকে বিশ্বের অন্যতম সেরা মনে করেন দলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু ভারত সিরিজে স্পিনারদের ভিড়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে পেসার মারুফা আক্তারকে নিয়ে। ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে তাঁর হাত ধরে এসেছে ঐতিহাসিক জয়। সে ম্যাচে মারুফার ২৯ রানে ৪ উইকেটের সৌজন্যে ভারতকে প্রথমবারের মতো ওয়ানডেতে হারায় বাংলাদেশ। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও দুর্দান্ত এক ইনসুইংয়ে এক উইকেট নেন তিনি। এর আগে টি টোয়েন্টি সিরিজেও তিনি ছিলেন ধারাবাহিক।

বেশ মসৃণ রানআপ, বিষাক্ত ইনসুইং ও উইকেট থেকে মুভমেন্ট আদায় করে নেওয়ার দক্ষতা ১৮ বছর বয়সী মারুফাকে বাকি খেলোয়াড়দের থেকে আলাদা করছে। প্রতিপক্ষ দল ভারতের সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা তো মারুফার আগুনে বোলিংয়ের দারুণ ভক্ত। মান্ধানাকে নারী ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার ধরা হয়। তিনিই বলছেন, ভবিষ্যতে বড় ক্রিকেটার হয়ে ওঠার সব গুণই আছে মারুফার।

আজ সিরিজের শেষ ম্যাচের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে মান্ধানাকে মারুফার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'তার বয়স কত, এটা কোনো ব্যাপার নয়। মাঠে যেভাবে সে নিজেকে উপস্থাপন করছে, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে যেভাবে সে নিজেকে মেলে ধরছে, তা অসাধারণ। তার ভেতরে ভালো ক্রিকেটার হয়ে ওঠার যে আগুন দেখেছিআমি নিশ্চিত, সামনের পথচলায় সে বাংলাদেশের জন্য অসাধারণ একজন ক্রিকেটার হয়ে উঠবে।'

ভারতের বিপক্ষে নিজেদের বোলিং শক্তির কথা চিন্তা করে স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলছে বাংলাদেশ দল। এমন উইকেটেই মারুফার বোলিং প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটারদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়ার পেস সহায়ক উইকেটে মারুফা কেমন করেন, সেটা দেখতে মুখিয়ে আছেন মান্ধানা, 'তার অ্যাকশন একদমই আলাদা। সে যতটা জোরে বল করে, অ্যাকশনের কারণেই আরও দ্রুতগতির মনে হয়। তার রিলিজ পয়েন্ট থেকে আমাদের ধারণার চেয়ে আরেকটু বেশি স্কিড করে তার বল। তাই (ব্যাটারদের) আরেকটু বেশি প্রস্তুত থাকতে হয়। এ ধরনের উইকেট অবশ্যই তাকে খুব একটা সহায়তা করছে না। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় সে কেমন করে, দেখার অপেক্ষা থাকবে।' মারুফার ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্পটাও ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনুপ্রাণিত করছে। করোনাভাইরাসের সময় নীলফামারীতে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করতেন মারুফা। সেখান থেকে মারুফার ক্রিকেটার হয়ে ওঠা, অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ভালো করে জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার গল্পটা এখন সবার জানা। মান্ধানার কথায়ও সেটা উঠে এল, 'সে খুব ভালো একজন ক্রিকেটার। গত ম্যাচ শেষে তার সঙ্গে খানিকটা কথা হয়েছে আমার। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছি যে তার পারফরম্যান্স আমাদের সবাইকে দারুণ অনুপ্রাণিত করেছে।'

অস্ট্রেলিয়া কি স্পিনার না নিয়ে ভুল করেছে

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ নাথান লায়ন চোটে পড়ায় অস্ট্রেলিয়ান স্কোয়াডের বোলিং শক্তি কমে গেছে দ্বিতীয় টেস্টেই। হেডিংলিতে পরের টেস্টে খেলানো হয়েছিল টড মারফিকে। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টের দলে মারফিও নেই। অস্ট্রেলিয়া একাদশ সাজিয়েছে পাঁচ পেসার নিয়ে। ২০১২ সালের জানুয়ারির পর এই প্রথম বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়া টেস্ট খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু শতভাগ পেসনির্ভর বোলিং আক্রমণ কি অস্ট্রেলিয়ার কাজে লাগছে? অ্যাশেজে ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষে প্রশ্নটি বেশ জোরেশোরেই উঠেছে। ইংল্যান্ড এরই মধ্যে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৩৮৪ রান তুলে ফেলেছে। বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক বাদে বাকি চার ডানহাতি পেসারের কেউই ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ ওয়াহ তাই সোজাসাপটাই বলে দিয়েছেন, একাদশে বিশেষজ্ঞ স্পিনার না রেখে ভুল করেছে অস্ট্রেলিয়া। একই মত সাবেক ক্রিকেটার ট্রেন্ট কোপল্যান্ডেরও। তবে অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের মত আবার ভিন্ন। তাঁর মতে স্পিনার না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল নয়। সহকারী কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টরিও এখনই ভুলশুদ্ধ বিচার করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন। লায়ন চোটে পড়ার পর তৃতীয় টেস্টের একাদশে নেওয়া হয়েছিল মারফিকে। তবে ২২ বছর বয়সী এই অফ স্পিনারকে খুব একটা কাজে লাগানো যায়নি। প্রথম ইনিংসে ৭.৩ ওভার আর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২ ওভার বল করেছিলেন। চতুর্থ টেস্টের একাদশ থেকে মারফিকে বাদ দেওয়া হয় ব্যাটিংয়ে বাড়তি নজর দিতে গিয়ে। ক্যামেরন গ্রিন চোটে পড়ায় হেডিংলি টেস্টের দলে ঢুকে সেঞ্চুরিসহ মোট ১৪৬ রান করেছিলেন মিচেল মার্শ। চতুর্থ টেস্টের আগে গ্রিন সুস্থ হয়ে ফেরায় তাঁকে দলভুক্ত করতে গিয়ে ছেঁটে ফেলা হয় মারফিকে। এ ক্ষেত্রে ওল্ড ট্রাফোর্ডের কন্ডিশনের কথাও সম্ভবত মাথায় রেখেছিলেন ম্যাকডোনাল্ড কামিন্সরা। তবে স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্ত প্রথম দিনই আলোচনায় উঠে আসে। ইংল্যান্ডের মঈন আলী প্রথম দিনেই কিছু টার্ন পেয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ রান করা মারনাস লাবুশেনকে এলবিডব্লিউর ফাঁদেও ফেলেন। আর দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং করতে নামলে ২২তম ওভারেই আক্রমণে আনা হয় খণ্ডকালীন স্পিনার ট্রাভিস হেডকে। হেড অবশ্য ভালো করতে পারেননি, ৬ ওভারেই দিয়েছেন ৪৮ রান। স্টিভ ওয়াহর মনে হচ্ছে বিশেষজ্ঞ স্পিনার থাকলে ব্যাপারটা ভিন্ন হতে পারত। এসইএনকিউ ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেন, '(স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্তে) আমি একমত নই। আমার মতে এটা ভুল সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে ম্যানচেস্টারে যেখানে বল টার্ন করে থাকে।' ওয়াহ অবশ্য কী কারণে স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটাও অনুমান করেছেন, 'সম্ভবত আবহাওয়ার বিষয়টি তাঁরা মাথায় রেখেছেন। ম্যাচের মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি বলব, আক্রমণে বৈচিত্র্য রাখাটাও দরকার। বিশেষ করে ইংল্যান্ড যেভাবে খেলে তার বিপক্ষে। আর আমরা খেলছি চারজন ডানহাতি পেসার নিয়ে।' তবে অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড স্পিনার না থাকাকে সমস্যা মনে করছেন না। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে উইকেট আর প্রতিপক্ষ বিবেচনায় স্পিন এখানে বড় ভূমিকা রাখবে না। আমি দেখেছি, প্রথম ইনিংসে মঈন এক উইকেট পেয়েছে। আমরা কিন্তু জানি না আজকের দিনে (দ্বিতীয়) স্পিনাররা কেমন করত। আমরা ভিন্নধর্মী আক্রমণ নিয়ে নেমেছি, যারা আছে তাদের দিকেই আমাদের মনোযোগ।' অস্ট্রেলিয়ার সহকারী কোচ ভেট্টরি স্পিনার না খেলানোর সিদ্ধান্তকে এখনই ভুল বলতে নারাজ। নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই স্পিনার আবহাওয়ার কথাই সামনে এনেছেন, 'আমাদের মনে হয়েছে আবহাওয়া এবং উইকেটের কারণে এই ম্যাচটা বেশি দূর গড়াবে না। আর ইংল্যান্ডও যে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে, ম্যাচটা অল্পতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। এখন স্পিনার না নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কি না, সেটা টেস্ট শেষে বলা যাবে, দুই দিনে নয়।'

ফিফা নারী বিশ্বকাপে যে ১২ জন তারকার দিকে নজর থাকবে সবার

পর্থ ঃ শুরু হয়েছে ফিফা নারী বিশ্বকাপ ২০২৩। এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একগুচ্ছ তারকা একত্রিত হয়েছেন যারা ফুটবল পিচে জাদু দেখাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এবারই প্রথম এই বিশ্বকাপে ৩২টি দল হাজির হয়েছে। এসব ম্যাচের টিকেট বিক্রি রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে নারী ফুটবলাররা যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এটা তারই প্রমাণ।

আর আগামী এক মাস ধরে এদের জয়পরাজয় দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে, যারা যৌথভাবে এই বিশ্বকাপের আয়োজন করেছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের যেসব কিংবদন্তি তাদের কেরিয়ারের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছেন, তাদের থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের ফুটবলার যারা দেশকে ২০শে অগাস্ট ফাইনালের গৌরবের দিকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তারা সবাই সামিল হয়েছেন এবারের বিশ্বকাপে।

বিবিসির তরফ থেকে আমরা ১২ জন ফুটবলারকে বেছে নিয়েছি যাদেরকে এবারের বিশ্বকাপের প্রধান নায়িকা হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

স্টেফানি বানিনি, আর্জেন্টিনা

ফুটবলের আলোচনা সাধারণত শুরু হয় আর্জেন্টিনা দিয়ে। সেখানে ৩৩ বছর বয়সী ফুটবল ভেটারান এবং দলের অধিনায়ক এস্তেফানিয়া বানিনির নামই সবার সামনে চলে আসে।

তিনি বর্তমানে স্প্যানিশ মহিলাদের ফার্স্ট ডিভিশনে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের একজন মিডফিল্ডার হিসেবে খেলছেন। চলতি মৌসুমে তিনি ২৮টি লিগ গেম খেলেছেন, দুটিতে গোল করেছেন এবং একটি গোলে সহায়তা করেছেন।

তার পেশাদার ফুটবল জীবনের শুরু ২০১০ সালে। অ্যাবসলিউট অ্যালবিসেলেস্টে ক্লাবের হয়ে ২০১৪ সালে তার দল চিলিতে দক্ষিণ আমেরিকান গেমসে শিরোপা জিতেছিল। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস (আইএফএফএইচএস) এই ম্যাচটিকে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলে ২০১১-২০২০ দশকের সেরা ১১ ম্যাচে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্যাম কার, অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপ যদি হলিউডের মুভি হতো তাহলে তার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার জন্য স্যাম কারকেই বেছে নেয়া হতো।

উনত্রিশ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড স্বাগতিক দেশ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। তিনি তাদের সবচেয়ে সুপরিচিত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়, এবং যে নামে তার দলটি পরিচিত, সেই 'মাটিল্ডা'র ইতিহাসে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা।

একজন ফুটবলার হিসাবে তার ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলা এক জিনিস, তবে একজন ব্যক্তি হিসাবে তার অবদান কী এবং কীভাবে তিনি তার টিমমেটদের অনুপ্রাণিত করেন সেটা দলের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান, অস্ট্রেলিয়ার কোচ টনি গুস্তাভসন বলেন, ফুটবলার হিসেবে তিনি অবিশ্বাস্য।

তার ক্লাব চেলসিতে তিনি একজন স্বাভাবিক বিজেতা। বিশেষ করে বড় অনুষ্ঠানে, কার এর লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার সাথে তার এই সাফল্যের ধারা বজায় রাখা।

মার্টা ভিয়েরা, ব্রাজিল

ব্রাজিলকে বাদ দিয়ে ফুটবল হয় না এবং মার্টা ভিয়েরাকে বাদ দিয়ে আপনি ফুটবলের আলোচনা চালাতে পারবেন না। ফিফার সেরা বিশ্ব নারী খেলোয়াড় হিসাবে তিনি ছয়বার নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার এবং স্কোরার হিসাবে তার সাফল্য সেই সাক্ষ্যই দেয়।

ব্রাজিল টিমে ভিয়েরা সর্বকালের সর্বোচ্চ স্কোরার (১১৫ গোল) এবং পুরুষদের নিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৭ গোল করে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতাদের একজন।

বর্তমানে অবসরে যাওয়া জার্মান ফুটবলার মিরোস্লাভ ক্লস ১৬ জনের এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছেন।

মার্টা অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে এবার তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলছেন। তবে ৩৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত ১২ মাস ধরে ইনজুরি সমস্যায় ভুগছেন।

দু'হাজার সাত সালে চীনে জার্মানির বিপক্ষে ফাইনালে তারা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিশ্ব শিরোপা জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি পেনাল্টি মিস ম্যাচের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করেছিল।

তবে ঐ পরাজয় মার্টার ফুটবল কেরিয়ারে কোন কলঙ্কের ছাপ ফেলতে পারেনি। তার কেরিয়ার এতটাই আকর্ষণীয় যে রোনালদিনো, রোমারিও, এমনকি পেলের সাথেও তাকে তুলনা করা হয়।

বিশ্বকাপের জন্য স্কোয়াড ঘোষণার সময় ব্রাজিলের কোচ সুইডেনের পিয়া সুনডাগে বলছিলেন, মার্টা হলেন রানি, তিনি একজন আইকন। শুধু তার পাশে থাকাই এক সংক্রামক অভিজ্ঞতা।

লিন্ডা কাইসেডো, কলম্বিয়া

তার বয়স হয়েছে সবে মাত্র ১৮ বছর, কিন্তু তার প্রতিভা ইতোমধ্যেই তাকে রিয়াল মাদ্রিদের নারী ফুটবল টিমে যোগ দিতে সাহায্য করেছে। এই দলটির আশা, স্প্যানিশ ফুটবলে তারা বার্সেলোনা এবং অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের আধিপত্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

গত বছর গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডে স্প্যানিশ তারকা অ্যালেক্সিয়া পুটেলাসের পর তাকেই বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা ফুটবলার হিসেবে বেছে নেয়া হয়।

একজন ফরোয়ার্ড হিসেবে কাইসেদা গত ফেব্রুয়ারি মাসে রিয়ালে যোগদান করেন। তারপর থেকে তিনি দুটি গোল এবং চারটি অ্যাসিস্টসহ মোট ১০টি ম্যাচ খেলেছেন।

তিনি ২০২১ আমেরিকা ডি ক্যালির হয়ে এবং ২০১৯ সালে দেপোর্তিভো ক্যালির হয়ে কলম্বিয়ান মহিলা লিগে দু'বার চ্যাম্পিয়ন হন।

দু'হাজার বাইশ সালে তিনি কোপা আমেরিকা ফেমেনিনাতে রানার আপ হয়েছিলেন, ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে ০-১ গোলে হেরেছিলেন। সেই টুর্নামেন্টে তিনি ছয় ম্যাচে দুই গোল করেছিলেন।

রেকেল রড্রিগেস সেডেনো, কোস্টারিকা

প্রতিশ্রুতিবান তরুণ থেকে তিনি এখন কোস্টারিকান স্কোয়াডের দুর্দান্ত এক তারকা।

উনত্রিশ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড এমন একটি জটিল গ্রুপে কোস্টারিকান দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যেখানে প্রধান ফেভারিট স্পেন।

তবে স্পেনের জাতীয় দল 'লা রখা'র বিপক্ষে খেলা তার জন্য কোন দুঃস্বপ্ন না। ২০১৫ সালে কানাডায় বিশ্বকাপে কোস্টারিকার অভিষেক ম্যাচে রড্রিগেজের গোলের সুবাদে কোস্টারিকা স্পেনের সাথে ১-১ গোলে ড্র করেছিল।

এই ফরোয়ার্ড প্লেয়ার দলের সিনিয়রদের সাথে ১০০টিরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এবং ৫৬টি গোলের সুবাদে তিনি দলের সর্বকালের সেরা স্কোরার।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নারী সকার লিগে পোর্টল্যান্ড থর্নস ক্লাবের হয়ে খেলছেন।

অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস, স্পেন

হাঁটুর ইনজুরির কারণে নারী ইউরোকাপ মিস করাই হোক কিংবা খেলোয়াড়দের সাথে স্প্যানিশ ফেডারেশনের বিবাদের কারণেই হোক, বিশ্বের সেরা প্লেয়ার হিসেবে দু দু'বার ব্যালন ডি'অর জেতার আগ পর্যন্ত অ্যালেক্সিয়া পুটেলাসের জয়যাত্রা মোটেই সহজ ছিল না।

এবারের বিশ্বকাপে ২৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে স্পেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবেই গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে স্পেনের পরাজয় ঘটেছিল।

আমি সবসময় খেলোয়াড়দের বলি বলটি নিয়ে কী করতে হবে তুমি যদি সেটা না জানো, তাহলে বলটা অ্যালেক্সিয়ার কাছে পাঠিয়ে দাও। সে জানে কী করতে হবে, বলছিলেন বার্সেলোনা মহিলা দলের সাবেক কোচ লুসি কর্টেস।

সব সময়েই সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, তিনি বলেন।

অ্যালেক্স মরগান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

চার বছর আগে ফ্রান্সে ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জয়সূচক গোল করার পর, চা পান করার ভঙ্গী করে উল্লাস দেখানোর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ভক্তদের ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন অ্যালেক্স মরগান।

এখন ৩৪ বছর বয়সে আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ এবং ক্ষমতা তিনি পেয়েছেন। তার লক্ষ্য টানা তৃতীয়বার শিরোপা জেতা।

এর জন্য বিশ্বকাপের ১৮টি ম্যাচে তাকে গোলসংখ্যা নয় থেকে আরও বাড়াতে হবে।

সকার প্লেয়ারদের মধ্যে তিনি এক বিরল উদাহরণ, যিনি নিজের খেলাকে অতিক্রম করে সমাজের মূলধারার সংস্কৃতিতে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন, ২০২১ সালে এই মন্তব্য করেছিলেন ক্যাটলিন মারে, যিনি একজন আমেরিকান সাংবাদিক এবং নারী ফুটবলের একজন বিশেষজ্ঞ।

যদিও তার জন্য এটি হবে চতুর্থ বিশ্বকাপ, কিন্তু মার্কিন কোচ ভ্লাটকো অ্যান্ডোনোভস্কি স্বীকার করেছেন যে মরগান এবারও এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আগের মতোই উদ্দীপ্ত।

অ্যালেক্স মরগান ২০৭টি ম্যাচে এপর্যন্ত ১২১টি গোল করেছেন। মার্কিন নারী দলের জন্য পুরুষদের সমান বেতনের লড়াইয়ে, কিংবা ২০২৩ নারী বিশ্বকাপের স্পন্সর হিসেবে সৌদি আরবকে বেছে নেয়ার প্রশ্নে তিনি ফিফার প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। পরে ফিফা ঐ পরিকল্পনা বাতিল করে।

মেলচি ডুমর্নে, হাইতি

আপনাকে মিথ্যে বলবো না, মেলচি ডুমর্নে আমার কাছে কোচিং নেয়া সেরা খেলোয়াড়, বলছিলেন আমান্ডিন মিকেল। ফ্রেঞ্চ লিগে রিমসে ক্লাবে তিনি মেলচি'র কোচ।

ফরাসি লিগে ডুমর্নের পারফরম্যান্সকে ফিফা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে ঐ মৌসুমের ১৭টি লীগ ম্যাচে তিনি ১১টি গোল করেন।

ঐ পারফরম্যান্সের জেরে তিনি ফরাসি ক্লাব লিওর জন্য সাইন করেন, যা মহিলাদের ফুটবলের অন্যতম বিখ্যাত এক ইউরোপীয় ক্লাব।

ব্যতিক্রমী কৌশল, হামলা তৈরি করা আর দুর্দান্ত পাসিং দক্ষতার জন্য ডুমর্নে সুপরিচিত। ছোট জায়গায় তার মার্কারকে ফাঁকি দিতেও তিনি অত্যন্ত সক্ষম, ফিফা তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছে।

হাইতি এবারই প্রথম নারী বিশ্বকাপে খেলছে।

কিরা ওয়ালশ, ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডে মেট্রোনোমের গতি এনে দেয়ার কারণে ইউরো ২০২২ ফাইনালের উত্তেজনাপূর্ণ টুর্নামেন্টে কিরা ওয়ালশ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

তারপর থেকে তিনি বার্সেলোনা ক্লাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বার্সেলোনার উইঙ্গার ক্যারোলাইন গ্রেহেম হ্যানসেন বলছেন, তিনি একজন দুর্দান্ত প্লেয়ার এবং তাকে পেয়ে আমরা খুবই ভাগ্যবান।

খেলার ব্যাপারে তার দূরদৃষ্টি অসাধারণ এবং তিনি ক্লাবে খুব ভালোভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। বার্সায় যোগদান করা এবং ছয় নম্বর হয়ে খেলা সহজ কথা না। কিন্তু তিনি এটা বেশ সহজভাবেই করেছেন, তিনি আরও বলেন।

ছাব্বিশ বছর বয়সী কিরা ওয়ালশ দলের হয়ে এপর্যন্ত ৫৯টি ম্যাচ খেলেছেন। তার একটি গুণ যা এই আন্তর্জাতিক ফুটবলারকে এবারের বিশ্বকাপে কাজে লাগাতে হবে তা হলো নেতৃত্ব। কারণ, ইনজুরির কারণে অধিনায়ক লেয়া উইলিয়ামসন এবার খেলতে পারছেন না। এরা দু'জনে খুবই ভাল বন্ধু।

আসিসাত ওশোয়ালা, নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়া ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিটি নারী বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু শুধুমাত্র একবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। এবং সেই বিরল কৃতিত্ব এবার অর্জিত হতে পারে ২৮ বছর বয়সী স্ট্রাইকার আসিসাত ওশোয়ালার হাতে। ইনজুরির কারণে তিনি বার্সেলোনার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জেতার লড়াইটি মিস করেছিলেন।

যখন ওশোয়ালা আপনার কাছে থাকে, তখন যে কোনো দলের বিপক্ষেই আপনার গোল করার চান্স থাকে, বলছিলেন নাইজেরিয়ার কোচ র‍্যান্ডি ওয়ালড্রাম। তিনি এই ফরোয়ার্ডের স্কোরিং রেকর্ড (বার্সেলোনার হয়ে ৮৯টি লিগে ৮৩ গোল) এবং তার ফুটবলিং ইতিহাস দুটোর কথাই উল্লেখ করেন।

ওশোয়ালা একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, নাইজেরিয়ার হয়ে তিনটি আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নশিপ, চীনে পরপর দুটি শিরোপা এবং আর্সেনালের হয়ে ২০১৬ একটি মহিলা এফএ কাপে খেলেছেন।

লিভারপুলের হয়ে খেলার সময় ২০১৫ সালে বিবিসির বর্ষসেরা নারী ফুটবলার হিসেবেও তিনি নির্বাচিত হন।

অ্যাডা হেগারবার্গ, নরওয়ে

ফুটবল মাঠে হেগারবার্গ গত এক দশক ধরে অবিসংবাদিতভাবে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন।

তিনি ২০১৮ সালে মহিলা ফুটবলের প্রথম ব্যালন ডি'অর বিজয়ী এবং লিওর হয়ে আটটি ফ্রেঞ্চ লিগ শিরোপা এবং ছয়টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার ইতিহাস তার রয়েছে।

মাঠের বাইরে ২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড একটি গুরুতর ইনজুরি থেকে সেরে উঠেছেন। পাশাপাশি, নরওয়েজিয়ান ফুটবল ফেডারেশন নারী ফুটবলের নিয়ে যে আচরণ করছে তার প্রতিবাদে জাতীয় দল বর্জন থেকে তিনি ২০২২ সালে সরে আসেন।

তিনি বিশ্বমানের একজন খেলোয়াড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল মঞ্চে তিনি বছরের পর বছর ধরে একের পর এক গোল করেছেন, নরওয়ের প্রাক্তন কোচ মার্টিন জোগ্রেন বলছিলেন। এটা পরিষ্কার, তার ফিরে আসার ঘটনা অনেক অর্থবহ, তিনি বলেন।

হেগারবার্গ নরওয়ের হয়ে এপর্যন্ত ৭৬টি ম্যাচে মোট ৪৩টি গোল করেছেন।

মার্টা কক্স, পানামা

মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি পানামানিয়ান জাতীয় দলে যোগদান করেন।

এই মিডফিল্ডার এবার যখন অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে গিয়ে হাজির হলেন তখন তার বয়স হয়েছে ২৫ বছর। মেক্সিকোর ইনাসিও কুইন্টানার নেতৃত্বে থাকা সেন্ট্রাল আমেরিকান টিমে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।

বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও কক্স ইতিমধ্যে দলের হয়ে পাঁচটি দেশে ম্যাচ খেলেছেন। তিনি বর্তমানে মেক্সিকোতে লিগা এমএক্স ফেমেনিলে টুর্নামেন্টে পাচুকা ক্লাবের হয়ে খেলছেন।

এবারের বিশ্বকাপ থেকে শুরু হবে তার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু ব্রাজিলের বিপক্ষে তার অভিষেকটি সহজ হবার নয়। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে প্লেঅফে তার ফ্রিকিক সহায়তা থেকে সতীর্থ লিনেথ সেডেনো গোল করেছিলেন।

কীভাবে জন্ম হয়েছিলো সংযুক্ত আরব আমিরাতের

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক)ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে জন্ম হয়েছিল এক নতুন দেশের ¯ যার নাম সংযুক্ত আরব আমিরাত । দেশটির অর্থনীতির ভিত্তি ছিল তেল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয়। আমাদের কিছুই ছিল না । জল ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। আমরা থাকতাম জেলেদের একটা গ্রামে। জীবন ছিল একেবারেই অনুন্নত। আমাদের কোন স্কুলও ছিল না।

মোহামেদ আল ফাহিমের জন্ম ১৯৪৮ সালে। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন আজকের আবুধাবির আল আইনের এক মরুভূমিতে, একটি বড় পরিবারে।

আবুধাবি সেসময় ছিল ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে থাকা সাতটি ছোট ছোট রাজ্যের একটি । কয়েকটি আরব উপজাতির বাসভূমি এই রাজ্যগুলোর প্রধানরা উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ।

মোহামেদ অবশ্য তার শৈশবে এসব কিছুই জানতেন না। কিন্তু তার পরিবারকে চিরকাল মরুভূমিতে থাকার ভাগ্য বরণ করতে হয়নি।

বালু ¯ চারদিকে শুধু বালু। কোন কংক্রিটের ইমারত সেখানে ছিল না। বেশিরভাগ বাড়িতেই ছিল পাতার তৈরি চালা। অর্ধেক লোক থাকতো তাঁবুতে। আমাদের পরিবারও তাঁবুতে থাকতো। বলছিলেন মোহামেদ।

অবশেষে ১৯৬০এর দশকে আমার বাবা দুটি ঘর বানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছিল না। কোন টয়লেট বা বাথরুম ছিল না। সেজন্য আমাদের মরুভূমিতে যেতে হতো।

বালুর ওপর সারা দিন থেকে আমরা কিভাবে সুখী হতে পারি? সন্ধ্যা হলে আমরা বাড়ির ছাদে উঠতাম বা প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বাইরেই ঘুমোতাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই তেল কোম্পানিগুলো আবুধাবিতে তেল অনুসন্ধান করছিল। ১৯৫৮ সাল নাগাদ তারা যা খুঁজছিল তা পাওয়া যায়।

বালুর ওপর দিয়ে তেল উপচে পড়ছে। সেই তেল ¯ যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বালিয়াড়ির নিচে চাপা পড়ে ছিল। এখন এই তেল এখান থেকে বহু দূরে গড়ে ওঠা যান্ত্রিক সভ্যতার দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাবে। আর এই মরুভূমির বাসিন্দা মানুষদের আদিম জীবনধারার প্রতি নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে, হয়তো হুমকি তৈরি করবে এখানকার শাসক শেখ শাখবাতের সরল ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রতি।

এই আবিষ্কার আবুধাবি ও তার অধিবাসীদের ভাগ্য চিরকালের জন্য বদলে দেয়।

তবে শুরুর দিকে আবুধাবির শাসক শেখ শাখবাত প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন মরুভূমির চিরাচরিত জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে।

কিন্তু একজন ¯ যিনি মোহামেদ ও শেখ শাখবাত উভয়েরই ঘনিষ্ঠ ছিলেন ¯ তিনি অপেক্ষা করছিলেন এমনি এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য।

তিনি হলেন রাজপরিবারের আরেকজন সদস্য ¯ শেখ জায়েদ।

জায়েদ ছিলেন শেখ শাখবাতের ভাই এবং তার একজন প্রতিনিধিও। শাখবাতের কাছ থেকে তিনি পেতেন বছরে তিন লাখ ৪০ হাজার পাউন্ড।

বিবিসির সংবাদদাতা বলেছিলেন, জায়েদ কিন্তু তার ভাইয়ের মত ছিলেন না। তিনি এ অর্থ ব্যয় করতেন তার জনগণের জন্য কৃষি আর অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য।

শেখ শাখবাতের সাথে তার আরেকটি তফাৎ হলো শেখ জায়েদ ছিলেন উদারহস্ত এবং জনপ্রিয়।

নবলব্ধ এই ধনসম্পদকে কাজে লাগানোয় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

বিবিসির সংবাদদাতাকে তিনি বলেছিলেন, ১০ বছর পরে আপনি যদি আবার এখানে আসেন ¯ তাহলে এ জায়গাটা চিনতেই পারবেন না। বিবিসির সংবাদদাতা বলছিলেন, আমার তখন আবুধাবিতে থাকা তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাইয়ের কথা ভাবলাম। জায়েদের এ মন্তব্যটি যেন দুধারী তলোয়ারের মতো বলে আমার মনে হলো।

মোহামেদের বাবার সাথে শেখ জায়েদের বন্ধুত্ব ছিল ছোটবেলা থেকেই । তিনিই এখন হলেন শেখ জায়েদের একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা।

মোহামেদ বলছিলেন, সে দিনগুলো এমন ছিল যে আপনি যদি লেখাপড়া জানতেন তাহলে আপনার একটা ভালো চাকরি পাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল।

কাজেই শেখ জায়েদ আমার বাবার সাথে দেখা করলেন। বললেন, তুমি আমার একজন সহকারী হয়ে যাও। ফলে বাবা তার সাথেই রয়ে গেলেন আরো ষাট বছর ¯ একেবারে তার মৃত্যু পর্যন্ত।

শেখ জায়েদ আমাদেরকে তার নিজের সন্তানের মতই দেখতেন। আমরা যে কোন সময় তার সাথে দেখা করতে পারতাম। তিনিও নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসতেন।

শেখ জায়েদ ১৯৬৬ সালে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান করে নিজেই আবুধাবির নিয়ন্ত্রণ নিলেন।

তিনি অপেক্ষা করছিলেন ¯ দেশে বড় পরিবর্তন আনার সুযোগ পাবার এই মুহুর্তটির জন্য।

১৬ বছর ধরে তিনি ছিলেন খুবই হতাশ। কারণ তিনি চাইতেন অর্থনীতিকে উন্নত করতে, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে ¯ বলছিলেন মোহামেদ।

ক্ষমতা গ্রহণ করার পর শেখ জায়েদ দেশটিকে উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি দেশের মানুষকে বেতন ভাতা দিতে শুরু করলেন। হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তাঘাট নির্মাণ করলেন। তেলের দাম যখন বেড়ে গেল, তখন সরকার আরো বেশি অর্থ খরচ করতে লাগলো, কারণ তখন দেশের আয় বেড়ে গিয়েছিল।ততদিনে মোহামেদ এবং কার পরিবারের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে।

আমার বাবা আমাদেরকে আল আইন থেকে আবুধাবিতে নিয়ে এলেন। একটা দোকান খুললেন। আমাদের জীবন ক্রমশ সহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো।

শেখ জায়েদের ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই আবুধাবিতে পরিবর্তন আসতে লাগলো। তবে সামনে ছিল আরো পরিবর্তনের হাতছানি। কারণ যুক্তরাজ্য ঘোষণা করেছিল যে তারা আর এই রাজ্যগুলোকে সুরক্ষা দিতে পারবে না। এর প্রতিরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা ছিল সেগুলো ১৯৬৮ সালে তুলে নেয়া হলো।

বিবিসির সাংবাদিক মার্ক হেস্টিংস সেসময় তার এক প্রতিবেদনে বলেছিলেন, সৈন্যরা ঘরে ফিরে যাবে, চুক্তিগুলো নতুন করে করা হবে। ব্রিটিশদের উপস্থিতির ফলে এই রাজ্যগুলো এবং কাতার ও বাহরাইনের সাথে একটা শিথিল যোগাযোগ ছিল। এই নয়টি রাজ্যের সমস্যা হচ্ছে ব্রিটেন চলে গেলে তারা একা একা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে না, কারণ অতীতে তাদের মধ্যে যে সহিংস বৈরিতা ছিল তা ভুলে গিয়ে একসাথে থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। মোহামেদ বলছেন. ব্রিটিশদের উপস্থিতি এখানে কোন সংঘাত ঠেকানোর জন্য সহায়ক হয়েছে।

তারা এখানকার শাসকদের মধ্যে শান্তি রক্ষা করেছে। এখানে উদ্বেগ ছিল যে ব্রিটিশ সেনা প্রত্যাহার হলে হয়তো আমাদের প্রতিবেশীরা বা অন্য যুদ্ধবাজরা সমস্যা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এতদূর আসার মত ক্ষমতা বা উপায় তাদের ছিল না।

শেখ জায়েদের মাথায় একটা পরিকল্পনা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন সাতটি রাজ্যকে একত্রিত করে একটি স্থিতিশীল দেশ গড়ে তুলতে। যাতে তারা বৈরি প্রতিবেশীদের হাত থেকে সুরক্ষা পায় এবং তেল সম্পদকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

কিন্তু অন্য নেতাদেরকে এতে রাজী করাতে কিছু সময় লেগেছিল। এ জন্য তার চার বছর লেগেছিল। তিনি অন্য নেতাদের দেশে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতেন। তাদের রাজি করানোর চেষ্টা করতেন। ওই শাসকরা স্বাভাবিকভাবেই চাইতেন তাদের জনগণের জন্য যত বেশি সম্ভব সুবিধা পেতে ¯ বলছিলেন মোহামেদ।

শেষ পর্যন্ত শেখ জায়েদ যা চেয়েছিলেন ¯ তা সম্ভব হলো। কারণ অন্য রাজ্যগুলো দেখেছিল যে তিনি তার নিজ দেশে কীভাবে বিনিয়োগ করেছেন।

তারা দেখেছিল ¯ আবুধাবি আমিরাতে তিনি কী করেছেন। তিনি আক্ষরিক অর্থেই আবুধাবি ও তার জনগণকে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। তাই অন্য আমিরাতগুলোও সেই উন্নয়নের অংশ হতে চেয়েছিল।

ফলে ১৯৭১ সালের ২রা ডিসেম্বর ব্রিটিশ প্রটেক্টরেটের অবসান হলো। আর তার অধীন রাজ্যগুলো পরিণত হলো সংযুক্ত আরব আমিরাতে। প্রথমে এর সদস্য ছিল ৬টি। শারজাহ, ফুজাইরা, আজমান, উম আল কুয়াইন, দুবাই আর আবুধাবি। পরের বছর যোগ দেয় রাস আল খাইমা।

মোহামেদের পরিবারের সাথে শেখ জায়েদের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে সেই নতুন রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলনের দিনও উপস্থিত ছিলেন মোহামেদ, দুবাইয়ের শাসকের পাশেই।

আমি শেখ খালিফার পেছনেই ছিলাম। ইউএইর পতাকা ওড়ানো হলো, নামানো হলো আবুধাবির পতাকা। আমরা বুঝিনি যে এটা কত বড় ব্যাপার হতে যাচ্ছে। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে কেউ একজন সেটার একটা ছবি তুলেছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরাত এখন অকল্পনীয়ভাবে বদলে গেছে।

তারা এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী। এটি বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার একটি কেন্দ্র এবং একটি পর্যটন কেন্দ্রও বটে।

মোহামেদ বলেন, এই পরিবর্তনের জন্য আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেই কারণ এই পরিবর্তন না হলে আমরা হয়তো অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পড়ে থাকতাম।

শেখ জায়েদ আমাদের একটি দেশ দিয়েছেন, আর আমাদের জন্য সারা বিশ্বের দরজা খুলে দিয়েছেন।

আমরা বহুকাল বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। আমরা আজ স্কুলে যেতে পেরেছি , বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হতে পেরেছি। আমরাই প্রথম আরব দেশ যারা বিদেশীদের জন্য তাদের দরজা খুলে দিয়েছে। তারা এসেছে, এখানে কাজ করেছে, বিনিয়োগ করেছে, আমাদের দেশের উন্নয়নে অংশ নিয়েছে।

মোহামেদ এখন আল ফাহিম গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রধান । তিনি আমিরাতকে নিয়ে একটি বইও লিখেছেন ¯ যার শিরোনাম 'ফ্রম র‍্যাগস টু রিচেস।'

টুকরো খবর

অবশেষে সূর্য মামার দেখা গেলো জলপাইগুড়িবাসী

জলপাইগুড়ি ঃ অবশেষে শনিবার সকাল হতেই সূর্য মামার দেখা মিললো।গত দুদিনের বর্ষনে নাজেহাল জেলা বাসি।তবে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় তিস্তা ও জলঢাকা নদীগুলিতে জল কমতে শুরু করেছে। তিস্তার অসুরক্ষিত এলাকায় এখনো হলুদ সংকেত রয়েছে এবং এনএইচ ৩১ জলঢাকায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে সংরক্ষিত এলাকায়। সকাল ৭ টায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ২৩১৪.১০ কিউমেক পরিমাণ।অন্যদিকে করলার জলে প্লাবিত জলপাইগুড়ি পৌরসভার নিচু কিছু ওয়ার্ড। পৌরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন রয়েছে জল কমতে শুরু করলেও ভোগান্তি কিছুতেই কমছে না মানুষের।

বেসরকারি বাসের সঙ্গে মোটর বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল একজনের। আহত আরও একজন

মালদাঃ বেসরকারি বাসের সঙ্গে মোটর বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল একজনের। আহত আরও একজন। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজারের মধুঘাট এলাকায়। ঘটনায় বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত আতিউর শেখ(২৭) সুজাপুর বক্সত্তর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জখম রফিকুল শেখ আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদহ মেডিক্যালে ভর্তি। আম কিনতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা। ঘটনায় অবরুদ্ধ ৩৪নম্বর জাতীয় সড়ক।ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন নিয়ে গিয়ে আগুন নেভান দমকলকর্মীরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিয়ের দু মাসের মাথায় আত্মঘাতী গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রানীরগড় এলাকায়

মালদা ঃ বিয়ের দু মাসের মাথায় আত্মঘাতী গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রানীরগড় এলাকায়। জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম শম্পা মল্লিক (২৬), মৃত গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত দু মাস আগে হবিবপুর ব্লকের বানকাটা গ্রামের শম্পা মল্লিকের সাথে বিয়ে হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার যুবক ভগীরথ সরকারের সাথে। প্রতিদিনের মতোই গতকাল রাতে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে এক ঘরে স্বামীর সঙ্গে ঘুমায় কিন্তু সকালবেলায় বাড়ির লোকজন দেখতে পায় পাশের ঘরেই বাঁশে তার ঝুলন্ত দেহ ঝুলছে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকার লোকজন ছুটে আসে এবং বাড়ির লোকজন গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ নিচে নামিয়ে আনেন।এ বিষয়ে মৃত গৃহবধুর ননদ কাজলী রায় জানান, প্রতিদিনের মতোই সবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু রাত্রে সবার অজান্তে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বৌদি। তবে এই ঘটনার পেছনে বাড়িতে কোন ধরনের ঝামেলা হয়নি। তিনি আরো জানান, তার বৌদির নাকি আগে বিয়ে হয়েছিল এবং একটি সন্তানও রয়েছে সে কথা গোপন রেখে তার ভাইয়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক করে বিয়ে করেছিল। যদিও গৃহবধূর বাবার পরিবারের লোকজন এই ঘটনা গোপনে রেখেছিল। পরবর্তীতে জানাজানি হলে একটু মনোমালিন্য হয়ছিল এবং আগের স্বামী ফোন করে উত্ত্যক্ত করে বলে জানা গেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে এবং এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নেয়া জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী জন বার্লা

আলিপুরদুয়ারঃ জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নেয়া জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী জন বার্লা। তাদের সাথে কথা সুবিধে অসুবিধের কথা শুনলেন। নানান শোগ্রম ও লড়াই করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের মিষ্টি মুখ করিয়ে সংবর্ধনা দিলেন জন বার্লা।নিজের এলাকায় পুনর নির্বাচনের দাবিতে রাজ্যের উচ্চ আদালতে মামলা করবেন বলে জানালেন জন বার্লা।

বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধুমঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধিত করেন মেয়র, ডেপুটি সহ অন্যান্য পুর আধিকারিকেরা।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এবছরের বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মেয়র। এদিন এই অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ উদয়নের

কোচবিহার ঃনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ঘর গুছাতে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কোচবিহার জেলায় ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আসন সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসেবে বিজেপির দখলে ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং তৃণমূলের দখলে ১০১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে কেউই একক ভাবে বোর্ড গঠন করার অবস্থায় নেই।এই অবস্থায় কেউ যখন ঘর গোছাচ্ছে সেই সময় কেউ আবার ঘর বাঁচাতে চালাচ্ছে মরিয়া চেষ্টা। পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে আজ দিনহাটা এক নম্বর ব্লক এবং দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট ব্লক সভাপতির কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহের এই নির্দেশের পর স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে জল্পনা। দলের জয়ী প্রার্থীদের উপর উদয়ন গুহ ভরসা রাখতে পারছে না বলেই বিধায়কের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আজকের মধ্যেই সমস্ত উইনিং সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের মধ্যেই শুরু হয়েছে ভাঙ্গন

মালদা ঃপঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের মধ্যেই শুরু হয়েছে ভাঙ্গন । এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির জয়ী প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করলো। শনিবার দুপুরে চাচল ১ ব্লকের মকদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এবারের নির্বাচিত বিজেপির প্রার্থী তানজিবা বিবি সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করলেন। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক সরগরম হয়ে উঠেছে চাঁচল মহকুমা এলাকায়।জয়ী প্রার্থীর দাবি, ওই দলে থাকলে মানুষের কাজ করতে পারবেন না তিনি। শাসকদলে থাকে মানুষের কাজ করা যাবে। তাই দলবদল করলেন। যদিও বিজেপির দাবি ভয় দেখিয়ে শাসক দল দলবদল করিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ আসন বিশিষ্ট মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দখলে রয়েছে নয়টি,কংগ্রেসের দখলে আটটি, সিপিআইএমের দখলে দুইটি এবং বিজেপির একটি। ফলে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম জোট করে পঞ্চায়েত গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত গঠন করতে মরিয়া রাজ্যের শাসক দল। রাতের অন্ধকারে ওই পঞ্চায়েতের বিজেপির একমাত্র নির্বাচিত সংখ্যালঘু সদস্যাকে যোগদান করালেন তৃণমূলে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীশিখ ১৪০ নং বুথের বিজেপি থেকে জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা তানজিবা বিবি চাঁচলের তৃণমুল কার্য্যালয়ে ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগদান করেন। তানজিবা বিবি জানিয়েছেন,এবার তিনি বিজেপি থেকে গ্রামপঞ্চায়েতে জয়ী হন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:07:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়া সোনার ভরির দাম আর কত বাড়বে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে সোনার দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়েছে ৩০ হাজার টাকা। প্রতি ভরি সোনার দাম এখন লাখ টাকা ছাড়িয়েছে, যা তিন বছর আগেও ছিলো ৭০ হাজার টাকার কম। শুক্রবার থেকে কার্যকর হয়েছে সোনার দাম যেখানে ভালো কোয়ালিটির সোনার বিক্রি হচ্ছে ১ লাখ ৭৭৭ টাকায়। বাংলাদেশে সোনার দাম বাড়ানো কিংবা কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বা বাজুস। গত মার্চেই তারা দাম প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা বাড়িয়েছিলো। এরপর সাতই জুন বাড়িয়েছিলো আরও প্রায় দু হাজার টাকা। মাঝে অল্প কিছু কমে আবার বেড়ে সর্বশেষ দাম ছিলো ১৮ হাজার ৪৪৪ টাকা। শেষ পর্যন্ত আজ প্রতি ভরির দাম ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক লাখ টাকার মাইলস্টোন অতিক্রম করলো। প্রতিবেশি দেশ ভারতের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের সোনার দাম অনেকটা লাগামছাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিন বছরে বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম বেড়েছে ৪৩ শতাংশ।

বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট পশ্চিমবঙ্গে যে কারণে কাজ করবে না

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি-বিরোধী দলগুলি 'ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে যে জোটের ঘোষণা দিয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় বলেই জোটের দুই অংশগ্রহণকারী দল জানিয়েছে। রাজ্যের বাস্তবতা মেনেই সেখানে এই জোট গড়া সম্ভব হবে না বলে তারা মনে করছে। তবে তাদের সবারই মূল লক্ষ্য যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করা। সে লক্ষ্য থেকে তারা কেউ সরে আসবে না বলেও জানাচ্ছে 'ইন্ডিয়া' জোটের অংশগ্রহণকারী দলগুলি।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ নামে একটি দলের জোট রয়েছে।

বামফ্রন্ট ও জাতীয় কংগ্রেস বলছে সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে বিজেপিকে হারানোর জন্য জোট বাঁধলেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো বা আসন ভাগের কোনও প্রশ্নই নেই। কোনও জোট তারা করবে না। রাজ্যে যেভাবে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করে আসছে, সেই ধারা বজায় রাখবে বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেস।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে যে সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের বিরোধিতা থেকেই তাদের দলের জন্ম, তাই জোটের কোন প্রশ্নই নেই। আর কংগ্রেসও তো শূন্য হয়ে গেছে রাজ্যে, তাদের সঙ্গে জোট করে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না।

রাজ্যে সম্প্রতি যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল, তার আগে-পরে তৃণমূল কংগ্রেস আর বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের মধ্যে তীব্র এবং রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ওই ভোট প্রক্রিয়ার মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে সব দলের কর্মী-সমর্থকরাই আছেন।

মমতা-সোনিয়া-রাহুল একসাথে পাটনা আর বেঙ্গালুরুতে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির যে দুটি জোট বৈঠক হয়েছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে দেখা গেছে সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী আর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে। আবার সেই বৈঠক দুটিতেই হাজির ছিলেন সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিও।

ওই বৈঠকগুলিতে ঘনিষ্ঠতার ছবি উঠে এলেও রাজ্য রাজনীতির বাস্তব অবস্থাটা একেবারেই বিপরীত।

রাজ্যে সম্প্রতি যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল, তার আগে-পরে তৃণমূল কংগ্রেস আর বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের মধ্যে তীব্র এবং রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। ওই ভোট প্রক্রিয়ার মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে সব দলের কর্মী-সমর্থকরাই আছেন।

বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস বলছে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি মমতা ব্যানার্জীর দলের সঙ্গে জোট বাঁধার কোনও প্রশ্নই নেই। বিজেপি-বিরোধী জোটে মমতা ব্যানার্জীর দল কেন সামিল হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সিপিআই এম।

দলের নেতা শতরূপ ঘোষ বলছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে যাদের একসঙ্গে থাকার কথা, তারা তো জোটবদ্ধ আগে থেকেই রয়েছে। কংগ্রেস, বাম আর আইএসএফের জোট তো আছেই। মমতা ব্যানার্জী তো এই জোটের অংশ নন, তিনি এই জোটে কখনই থাকতে পারবেনও না।

তার কথায়, মমতা ব্যানার্জীর দল আসলে বিজেপির হয়েই কাজ করে, তাই বিজেপি-বিরোধী জোটে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও জায়গা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে থাকবে না। ইন্ডিয়া জোটে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা উনার দলকে নেব না, সম্ভবত তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়বে, আর আমরা ইন্ডিয়া জোটের হয়ে লড়ব, বলছিলেন শতরূপ ঘোষ। জাতীয় স্তরে মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যে দুটি দল চরম বিরোধী অবস্থানে রয়েছে। কংগ্রেস নেতারা বলছেন যদি এর পরেও শীর্ষ নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর দলের সঙ্গে জোট করতে চায়, তাহলে রাজ্যে কংগ্রেস দলটাই উঠে যাবে।

পাটনা বা বেঙ্গালুরুতে যা হচ্ছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনও সম্পর্ক নেই। যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কর্মীদের ওপরে অত্যাচার করেছে, দল ভেঙ্গেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারপরে ওই দলের সঙ্গে কোনও কংগ্রেস কর্মীর সম্পর্ক রাখার প্রশ্নই নেই, জোট তো দূরের কথা, বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী।

তিনি এও জানান যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের ওপরে যদি কোনও সিদ্ধান্ত শীর্ষ স্তর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাজ্য থেকে দলটাই উঠে যাবে, কংগ্রেস করার লোক থাকবে না।

জাতীয় কংগ্রেস অনেক দিন ধরেই অভিযোগ করে যে ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা ব্যানার্জী কংগ্রেস ভেঙ্গে নিজের দলকে বড় করেছেন, কংগ্রেস নেতাদের ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ইত্যাদি করেছেন, ভেঙ্গে দিয়েছেন কংগ্রেসের সংগঠনও। ক্ষমতায় আসার সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস আর কংগ্রেসের জোট ছিল, তা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস জোট সঙ্গীর দল ভাঙ্গিয়েছে, এই অভিযোগও ওঠে।

বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস বলছে যে তারা 'ইন্ডিয়া' জোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনভাবেই সঙ্গে নেবে না। অন্যদিকে মমতা ব্যানার্জীর দল প্রশ্ন তুলছে, যারা এমনিতেই শূন্য হয়ে গেছে, এখন মহাশূন্যের দিকে এগোচ্ছে, তাদের সঙ্গে কীসের জোট?

তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র অধ্যাপক মনোজিত মণ্ডলের কথায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে সিপিআইএমের সঙ্গে জোট বা আঁতাতে যাওয়ার প্রশ্নই নেই কারণ তারা তো নেই কোথাও আর থাকলেও কোনও আঁতাতের সম্ভাবনা থাকতই না। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের মতাদর্শের বিরোধী।

তার কথায়, আমাদের দলের জন্মই হয়েছিল সিপিআইএমের কুশাসন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে বাঁচানোর লক্ষ্য নিয়ে। অন্যদিকে কংগ্রেসও কিছু নেই এখানে, প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তো কংগ্রেসের ওপরে নির্ভর করে চলে না এ রাজ্যে। ওই দুটো দলের নেতাদের বক্তব্য বা তাদের কাজকর্মে তো দেখাই যাচ্ছে যে তারা বিজেপিকেই সুবিধা করে দিচ্ছে।

তবে মাথায় রাখতে হবে ইন্ডিয়া জোটটা তৈরি হয়েছে জাতীয় রাজনীতিকে মাথায় রেখে। যে দল যেখানে শক্তিশালী, সেখানে তারা লড়বে। ভোটের পরে সবার আসনগুলো এক জায়গায় হবে বিজেপির বিরুদ্ধে, বলছিলেন অধ্যাপক মণ্ডল।

জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস আর সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট একজায়গায় এল, অথচ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-আম একদিকে আর তৃণমূল কংগ্রেস অন্যদিকে - এটা কেমন জোট? রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিখা মুখার্জী বলছিলেন, জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী যে জোট হয়েছে, তাদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে যে তারা সবাই একটা বিষয়ে একমত যে বিজেপিকে তারা হারাতে চায়। আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতা যা, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট এক জায়গায় আসা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তারা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে ভোটে লড়ে আর তারপরে জাতীয় স্তরে যদি তৃণমূল কংগ্রেস, জাতীয় কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটের সব আসনগুলো যদি এক জায়গায় আসে, অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে তো সেই বিজেপি বিরোধী অবস্থানকেই মজবুত করা হবে।

এর আগে, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছিল যে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে বিদ্বেষ থেকে কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট সমর্থকদের একটা বড় অংশ, যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তারা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

বাম ভোটারদের বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়ার সেই প্রবণতাকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা 'বামের ভোট রামে' বলে অভিহিত করতেন।

কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকে রাজ্যে যতগুলো নির্বাচন, উপনির্বাচন হয়েছে, তাতে দেখা গেছে শতাংশের হিসাবে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট কমেছে আর বাম-কংগ্রেস জোটে প্রায় ততটাই ভোট বেড়েছে।

এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষকরা ব্যাখ্যা করেন 'রামের ভোট বামে ফিরছে' বলে।

আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনেও সেই প্রবণতা জারি থাকে কী না, সেটাই দেখার এমনটাই মত বিশ্লেষকদের।

ওই প্রবণতা যদি জারি থাকে, তাহলে যতই 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস আর বাম-কংগ্রেস জোট একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করুক পশ্চিমবঙ্গে, জাতীয় স্তরে গিয়ে তা বিজেপি-বিরোধী আসনই দলভারী করবে।

ইউক্রেনে গুচ্ছ বোমাই ব্যবহৃত হচ্ছে, নিশ্চিত করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ হোয়াইট হাউজ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে ইউক্রেন নিজ ভূখণ্ডে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা ব্যবহার করছে। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন প্রাথমিকভাবে যে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে বোঝা যাচ্ছে যে রাশিয়ানদের অবস্থান বা অভিযানকে লক্ষ্য করে এই বোমা কার্যকরভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্লাস্টার বোমা বলতে সাধারণত অনেকগুলো ছোট ছোট বোমাকে বোঝায়, যা লক্ষ্যবস্তুতে একসাথে নিক্ষেপ করা হয়। বেসামরিক মানুষের বেশি হতাহতের ঝুঁকি থাকায় বিশ্বের একশটিরও বেশি দেশ ক্লাস্টার বোমা নিষিদ্ধ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ কার্যক্রমকে জোরদার করতে এই বোমা সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে। ইউক্রেন অঙ্গীকার করে বলেছে, তারা এই বোমা শুধু সুনির্দিষ্টভাবে রাশিয়ান শত্রু সেনাদের লক্ষ্য করে ব্যবহার করবে।

তারা সঠিকভাবেই এটি ব্যবহার করছে, বলেছেন মি. কিরবি। তারা কার্যকরভাবেই এটি ব্যবহার করছে এবং তারা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা অবস্থান ও কৌশলের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের গতি তাদের প্রত্যাশার চেয়েও কিছুটা ধীর।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই গ্রীষ্মেই পাল্টা আক্রমণের সময় যুদ্ধ করার মতো উপকরণ শেষ হয়ে আসছে বলে ইউক্রেন সতর্ক করার পর যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে এই ক্লাস্টার বোমা সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই সিদ্ধান্তকে 'কঠিন' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারণ তার যুক্তরাজ্য, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও স্পেন এর বিরোধিতা করছিলো।

ক্লাস্টার বোমার অবিস্ফোরিত বোমাগুলো বছরের পর বছর মাটিতে পড়ে থাকতে পারে এবং যখন তখন তার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

এ অস্ত্র সুরক্ষিত পরিখা এবং অবস্থানে থাকা সৈন্যদের লক্ষ্য করে নিক্ষেপের জন্য খুবই কার্যকর। কারণ এটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে। ফলে পুরোপুরি অপসারণ না করে কেউ কোনদিকে চলাচল করতে পারে না।

গত বছর ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে রাশিয়াও একই ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করছে। এমনকি বেসামরিক এলাকাতেও তারা এটি ব্যবহার করছে।

তবে ক্লাস্টার বোমা পাঠানোর যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন তার দেশেরও এই অস্ত্র আছে এবং 'আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে আমরাও সেগুলো ব্যবহার করবো'।

ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ইউক্রেনের জেনারেল ওলেকসান্দ্রার সিয়ারস্কি গত সপ্তাহে বিবিসিকে বলেছেন যে 'শত্রুর পদাতিক বাহিনীর সর্বোচ্চ মাত্রার ক্ষতি করার মতো' অস্ত্র তার দরকার।

আমরা দ্রুত ফল পেতে চাই কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি অসম্ভব। তবে পদাতিক যারা এখানে মরবে তাদের স্বজনরা রাশিয়ায় তাদের সরকারকে প্রশ্ন করবে যে কেন (অর্থাৎ ইউক্রেনে কেন হামলা হচ্ছে)?তিনি অবশ্য বলেন যে এই ক্লাস্টার বোমা তাদের সব সমস্যার সমাধান করবে না এবং এর ব্যবহার যে বিতর্কিত তাও তিনি স্বীকার করেন। রাশিয়ানরা ব্যবহার না করলে সম্ভবত বিবেক আমাদেরও এটি ব্যবহারে সায় দিতো না।

হেনরি কিসিঞ্জার আর শি জিনপিংএর বেইজিংএ আকস্মিক বৈঠক

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাবেক শীর্ষ আমেরিকান কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে দেখা করেছেন। আমেরিকা যখন চীনের সাথে সম্পর্ক উষ্ণ করার চেষ্টা করছে তখনই মি. কিসিঞ্জার এক আকস্মিক সফরে বেইজিং গেলেন। আমেরিকার শীর্ষ কর্মকর্তারা সম্প্রতি একের পর পর চীন সফর করেছেন। তারই মধ্যে হঠাৎ করে পূর্ব কোন ঘোষণা ছাড়া বেইজিং সফর করলেন ১০০ বছর বয়সী সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। বিবিসি নিউজের এশিয়া ডিজিটাল সংবাদদাতা, টেসা ওয়াং লিখছেন, ১৯৭০এর দশকে চীন যখন কূটনৈতিকভাবে একঘরে হয়েছিল তখন দেশটিকে সেই অবস্থা থেকে বের করে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। আমেরিকা অবশ্য জোর দিয়ে বলছে মি. কিসিঞ্জার একজন বেসরকারি আমেরিকান নাগরিক হিসাবে চীন সফরে গেছেন। কিন্তু আমেরিকায় মি. কিসিঞ্জারের যে বিশাল ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাতে মনে হয় আমেরিকা ও চীনের মধ্যে আলোচনায় তিনি সম্ভবত পেছনের দরজা দিয়ে প্রভাব খাটানোর কাজ করতে পারেন।

টেসা ওয়াং জানাচ্ছেন, মি. শি. বেইজিংএর দিয়াওউতাই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে মি. কিসিঞ্জারকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বিশালকায় গ্রেট হল অফ দ্য পিপল্ যেখানে সাধারণত বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে সরকারি বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার তুলনায় এই অতিথি ভবন অনেক একান্ত বৈঠকস্থল।

মি. শি স্মরণ করেন, এই দিয়াওউতাই রাষ্ট্রীয় অতিথিভবনেই ৫০ বছর আগে চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে গোপনে এক বৈঠক করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। আমরা কখনই পুরনো বন্ধুদের ভুলি না এবং চীন মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়নে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে আপনার ঐতিহাসিক অবদান আমরা কখনই ভুলব না, তিনি যোগ করেন। মি. শি'র এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিফলন দেখা গেছে অন্যান্য শীর্ষ চীনা কর্মকর্তাদের আপোষমূলক বার্তাতেও। মি. শি'র সাথে মি. কিসিঞ্জারের সাক্ষাতের পর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তাতে বৈঠক বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলা হয়নি। এতে শুধু মি. কিসিঞ্জারকে কিংবদন্তী কূটনীতিক বলে প্রশংসা করা হয় এবং চীনের সঙ্গে আমেরিকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে এর আগে মি. কিসিঞ্জার যে দৌত্য করেছিলেন - তাতে তার সাফল্যের কথা উল্লেখ করা হয়।

সোমবার মি. কিসিঞ্জার চীনে অবতরণ করেন। তিনি শীর্ষ চীনা কূটনীতিক ওয়াং ই এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফুর সঙ্গেও দেখা করেন, যিনি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন। তাদের বৈঠকগুলো নিয়ে চীনা বিবৃতিতে আপোষের পরিষ্কার সুর দেখা গেছে। মি. ওয়াং এবং মি. লি দুজনেই দুই পরাশক্তির পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সহযোগিতা আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানএর কথা বলেছেন। বিবৃতিগুলোতে মি. কিসিঞ্জারকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে তিনি চীনের বন্ধু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন করোরই পরস্পরকে প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করা ঠিক হবে না। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে রয়েছে এই দুই দেশের সম্পর্ক এবং আমাদের সমাজের অগ্রগতির জন্যও তা গুরুত্বপূর্ণ।

মি. কিসিঞ্জারের সফরের সাথে আমেরিকার সরকার কতটা জড়িত তা জানা যাচ্ছে না। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে বলেন যে মি. কিসিঞ্জার যে চীনে যাচ্ছেন তা তারা জানতেন। এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যখন জুন মাসে চীন সফরে যান, তখন তাকেও চীনা কর্মকর্তারা মি. কিসিঞ্জারের সফর সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। মি. শি সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে মি. ব্লিঙ্কেন ছাড়া যে মাত্র একজন আমেরিকান ব্যক্তির সঙ্গেই দেখা করেছেন - তিনি হলেন হেনরি কিসিঞ্জার। এর কারণ হল চীনে এই প্রবীণ কূটনীতিক খুবই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এবং পরিবেশ বিষয়ে আমেরিকার বিশেষ দূত জন কেরিও সম্প্রতি বেইজিং সফর করেছেন, কিন্তু চীনা প্রেসিডেন্ট মি. শি তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেননি। বিবিসির টেসা ওয়াং লিখেছেন, ধারণা করা হচ্ছে পুরনো বন্ধুত্বের সম্পর্কের সুবাদে মি. কিসিঞ্জার, মি. শি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরও খোলামেলা কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং মার্কিন উদ্বেগ ও দাবির কথা বলার সময় তিনি তার প্রভাব কাজে লাগাতে পারবেন।

এছাড়া চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লি শাংফুর সাথে কথা বলা মি. কিসিঞ্জারের জন্য অনেক সহজ হয়েছে কারণ রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার কারণে ২০১৮ সাল থেকে আমেরিকা তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সামনে এনে গত মাসে সিঙ্গাপুরের এক ফোরামে আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সঙ্গে মি. লি'র বৈঠকের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায় বেইজিং। গত ডিসেম্বর মাসে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. কিসিঞ্জার চীনের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে ট্রাম্প এবং বাইডেন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন বর্তমান আমেরিকান সরকার চীনের সাথে সংলাপের যখন চেষ্টা করে সেটা সচরাচর শুরু হয় চীনকে সমকক্ষ না দেখানোর মত বিবৃতি দিয়ে এবং তার ফলে আলোচনা এগোয় না বরং থমকে যায়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে তার ভূমিকার কারণে এশিয়ার অন্যান্য দেশে মি. কিসিঞ্জার একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কিন্তু কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে চীনকে বের হতে সহায়তা করার জন্য চীনে তার বিরাট কদর রয়েছে। চীন ও আমেরিকার মধ্যে ১৯৭১ সালে সরকারিভাবে কোন কূটনৈতিক যোগাযোগ যখন ছিল না, তখন মি. কিসিঞ্জার গোপনে বেইজিং সফরে যান তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য নিয়ে। পরের বছর, মি. নিক্সন চীনের মাটিতে নামেন এবং মাও জেদংসহ চীনের শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং চীনের জন্য বিশ্বের দরোজা খুলে যায়। এরপর থেকে মি. কিসিঞ্জারকে শতাধিক বার চীনে স্বাগত জানানো হয়েছে বলে আজ বৃহস্পতিবার জারি করা চীনা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭০এর দশকের গোড়ার দিকে চীনকে গোপনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করার প্রস্তাব দেন, যে তথ্য জানা যায় আগে অপ্রকাশিত কিছু নথিপত্র থেকে। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা আর্কাইভ ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন আইন ব্যবহার করে এই তথ্য সংগ্রহ করে এবং ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে তা প্রকাশ করে বলে বিবিসির এক রিপোর্টে বলা হয়। কিসিঞ্জার চীনা নেতাদের পরামর্শ দেন যে সোভিয়েতরা চীনকে ধ্বংস করার জন্য প্রচুর পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি চীনকে আমেরিকান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এবং প্রয়োজনে হট লাইন ব্যবহারের সুবিধা দেবার কথা বলেন। সেটা ছিল চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে আমেরিকা কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার অনেক আগের ঘটনা। আপনারা অনুরোধ করলে, আপনাদের পছন্দের যে কোন সূত্রের মাধ্যমে সোভিয়েত বাহিনীর কার্যকলাপ সংক্রান্ত আমাদের হাতে যতরকম তথ্য আছে, তা আপনাদের হাতে তুলে দিতে আমরা প্রস্তুত, - ১৯৭১ সালে জাতিসংঘে চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়াকে বলেন হেনরি কিসিঞ্জার।

সোভিয়েত বাহিনীর কার্যকলাপ বলতে তিনি সেসময় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন ১৯৭১এ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলা যুদ্ধের কথা। কিন্তু পরে ১৯৭৩ সালে চেয়ারম্যান মাও জেদং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইসহ অন্যান্য চীনা নেতাদের সাথে বৈঠকের সময় কিসিঞ্জার বিভিন্ন ধরনের গোয়েন্দা তথ্য শেয়ার করার প্রস্তাব দেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ে (আপনাদের কাছে) কিছুই গোপন করব না, মি. কিসিঞ্জার বলেন চেয়ারম্যান মাওকে। আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এমন কিছুই করছি না, যা আপনাদের অজানা।

অপ্রকাশিত নথি প্রকাশ নিয়ে জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মি কিসিঞ্জারের কথোপকথনের অপ্রকাশিত নথিগুলোর বয়ান থেকে জানা যায় যে তিনি চতুর ত্রিপক্ষীয় কূটনৈতিক চাল চেলে চীনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে হেনরি কিসিঞ্জারের গোপনে বেইজিং সফর, ১৯৭২এ ব্যাপক প্রচারপ্রচারণার মধ্যে দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বেইজিং সফর চীনের জন্য ছিল ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ। প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন - তা অবশেষে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মেয়াদকালে। মি. কিসিঞ্জার ১৯৭৩এর ১০ই নভেম্বর বেইজিংএর গ্রেট হল অফ দ্য পিপলে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে সোভিয়েতদের বিষয়ে ব্রিফ করার সময় বলেন যে আমেরিকা নিজের স্বার্থেই চীনের ওপর সোভিয়েত পারমাণবিক হামলা রুখতে চায়। পরে অবশ্য ১৯৯৮ সালে চীন আমেরিকার সাথে একটি হট-লাইন চুক্তি সই করে।